দ্বিতীয় অধ্যায়

হৃদয়াভ্যন্তরস্থ ভগবান

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং পুরা ধারণয়াত্মযোনি-
র্নষ্টাং স্মৃতিং প্রত্যবরুধ্য তুষ্টাৎ।
তথা সসর্জেদমমোঘদৃষ্টি-
র্যথাপ্যয়াৎ প্রাগ্ ব্যবসায়বুদ্ধিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন ; **এবম্**—ঠিক এইভাবেই ; **পুরা**—বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে ; **ধারণয়া**—এই প্রকার ধারণার দ্বারা ; **আত্ম-যোনিঃ**—ব্রহ্মার ; **নষ্টাম্**—বিনষ্ট ; **স্মৃতিম্**—স্মৃতি ; **প্রত্যবরুধ্য**—পুনরায় চেতনা প্রাপ্ত হয়ে ; **তুষ্টাৎ**—ভগবানকে প্রসন্ন করার ফলে ; **তথা**—তারপর ; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছিলেন ; **ইদম্**—এই জড় জগৎ ; **অমোঘ-দৃষ্টিঃ**—যিনি স্পষ্ট দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছেন ; **যথা**—যেমন ; **অপ্যয়াৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন ; **প্রাক্**—পূর্বের মতো ; **ব্যবসায়**—সুনিশ্চিত ; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন, বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা বিরাট রূপের ধ্যান করার মাধ্যমে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করে তাঁর লুপ্ত চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন, এবং এই বিশ্ব প্রলয়ের পূর্বে ঠিক যেমন ছিল ঠিক সেইভাবে তার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে ব্রহ্মার বিস্মৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মা হচ্ছেন ভগবানের প্রকৃতির একটি গুণের অবতার। জড়া প্রকৃতির রজোগুণের অবতার হওয়ার ফলে তিনি এই সুন্দর জড় জগতকে প্রকাশ করার জন্য ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট। তথাপি অসংখ্য জীবের মধ্যে একজন হওয়ার ফলে তিনি তাঁর সৃজনাত্মক শক্তির কথা ভুলে যেতে পারেন। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবেরই ভুলে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু ভগবানের বিরাটরূপের ধ্যান করার মাধ্যমে সেই প্রবণতা প্রতিহত করা

সম্ভব। মনুষ্যজন্ম লাভ করার ফলে সেই সুযোগ পাওয়া যায়, এবং কোন মানুষ যদি শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ অনুসরণ করেন এবং ভগবান বিরাটরূপের ধ্যান করতে শুরু করেন, তা হলে তাঁর শুদ্ধ চেতনার পুনর্জাগরণ হবে। আর তখন ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার প্রবণতাও প্রতিহত হবে। যখন বিস্মৃতি দূর হয়, তৎক্ষণাৎ ব্যবসায়-বুদ্ধির (নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধি) উদয় হয়, যে সম্বন্ধে এখানে এবং ভগবদ্গীতায় (২/৪১) বর্ণনা করা হয়েছে। জীবের এই জ্ঞান উদয়ের ফলে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়, যা প্রতিটি জীবেরই পরম প্রয়োজন। ভগবদ্ধাম অন্তহীন; তাই সেখানে ভগবানের সহকারীও অনন্ত। ভগবদ্গীতায় (১৩/১৪) বলা হয়েছে যে, ভগবানের হাত, পা, চক্ষু এবং মুখ তাঁর সৃষ্টির সর্বত্র রয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবেরা তাঁর সহায়ক এবং তাদের সকলেরই কর্তব্য বিশেষভাবে ভগবানের সেবা করা। বদ্ধ জীবে, এমন কি ব্রহ্মা পর্যন্ত সকলেই অহংকার-প্রসূত মায়ার মোহিনী শক্তির প্রভাবে সে কথা ভুলে যায়। ভগবৎ চেতনার উন্মেষের ফলে এই অহংকার থেকে মুক্ত হওয়া যায়। মুক্তি শব্দটির অর্থ হচ্ছে বিস্মৃতির সুষুপ্তি থেকে জেগে উঠে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া, যা এখানে ব্রহ্মার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। ব্রহ্মার এই সেবা মুক্ত অবস্থায় সেবার দৃষ্টান্ত, যা ভ্রান্তিপূর্ণ এবং বিস্মৃতিতে পূর্ণ তথাকথিত পরোপকারের সেবার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুক্তি কখনোই নিষ্ক্রিয় নয়, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে ত্রুটিবিহীন সেবা।

শ্লোক ২

শাব্দস্য হি ব্রহ্মণ এষ পন্থা
যন্নামভির্ধ্যায়তি ধীরপার্থৈঃ।
পরিভ্রমংস্তত্র ন বিন্দতেঽর্থান্
মায়াময়ে বাসনয়া শয়ানঃ ॥ ২ ॥

শাব্দস্য—বৈদিক ধ্বনির; **হি**—অবশ্যই; **ব্রহ্মণঃ**—বেদ সমূহের; **এষঃ**—এই সমস্ত; **পন্থাঃ**—মার্গ; **যৎ**—যা; **নামভিঃ**—বিভিন্ন নামের দ্বারা; **ধ্যায়তি**—ধ্যান করা হয়; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **অপার্থৈঃ**—অর্থহীন ধারণার দ্বারা; **পরিভ্রমন্**—ভ্রমণ করতে করতে; **তত্র**—সেখানে; **ন**—কখনই না; **বিন্দতে**—উপভোগ করে; **অর্থান্**— বাস্তব; **মায়া-ময়ে**—মোহময়ী বস্তুতে; **বাসনয়া**—বিভিন্ন বাসনার দ্বারা; **শয়ানঃ**— যেন নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখছে।

অনুবাদ

বৈদিক ধ্বনির দ্বারা প্রদর্শিত পথ এতই মোহময়ী যে, মানুষের বুদ্ধি স্বর্গ আদি অর্থহীন বিষয়ে ধাবিত হয়। বদ্ধ জীব স্বর্গলোকে অলীক সুখভোগের স্বপ্নে আবিষ্ট হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই সমস্ত স্থানে সে কোনরকম প্রকৃত সুখ আস্বাদন করতে পারে না।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব সর্বদাই জড় জগতে, এমন কি ব্রহ্মাণ্ডের শেষ সীমা পর্যন্ত সুখভোগের নানা প্রকার পরিকল্পনায় ব্যস্ত। এই পৃথিবীতে, যেখানে সে প্রকৃতির সম্পদগুলি যথাসাধ্য শোষণ করেছে, সেখানকার সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি পাওয়া সত্ত্বেও সে সন্তুষ্ট নয়। সে চন্দ্রলোকে অথবা শুক্রলোকে যেতে চায় সেখানকার সমস্ত সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য। কিন্তু ভগবান ভগবদ্গীতায় (৮/১৬) এই ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য গ্রহের এবং অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহের সারহীনতা সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য গ্রহ রয়েছে। কিন্তু তাদের কোনটিই জড় অস্তিত্বের মুখ্য ক্লেশসমূহ অর্থাৎ জন্মের ক্লেশ, মৃত্যুর ক্লেশ, বার্ধক্যের ক্লেশ এবং ব্যাধির ক্লেশ থেকে মুক্ত নয়। ভগবান বলেছেন যে, সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোক বা সত্যলোকও উপরোক্ত জড় দুঃখ-দুর্দশাগুলির জন্য সুখে বসবাস করার উপযুক্ত স্থান নয়, তা হলে স্বর্গলোক আদি অন্যান্য লোকের কি কথা! বদ্ধ জীবেরা কর্মের কঠিন আইনের অধীনে, এবং সেই কর্মের প্রভাবে তারা কখনো ব্রহ্মলোকে যায়, আবার কখনো পাতাল-লোকে যায়, ঠিক যেমন একটি অবোধ শিশু নাগরদোলায় চড়ে কখনো উপরে ওঠে এবং কখনো নীচে নামে। প্রকৃত আনন্দ রয়েছে ভগবদ্ধামে, যেখানে কাউকেই জড় অস্তিত্বের দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয় না। তাই বৈদিক শাস্ত্রের কর্মকাণ্ডে যে সকাম কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা জীবের পক্ষে ভ্রান্তিজনক। মানুষ দেশ-দেশান্তরে অথবা গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে উন্নততর জীবনের আশা করে, কিন্তু এই জড় জগতের কোথাও তার জীবনের প্রকৃত বাসনা, অর্থাৎ নিত্য জীবন, পূর্ণজ্ঞান, এবং পূর্ণ আনন্দ সে লাভ করতে পারে না। পরোক্ষভাবে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রতিপন্ন করছেন যে তাঁর জীবনের অন্তিম সময় মহারাজ পরীক্ষিৎ যেন তথাকথিত স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা না করেন, পক্ষান্তরে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। জড় জগতের কোন গ্রহলোকই, এবং জীবন ধারণের জন্য সেখানকার সুযোগ সুবিধাগুলি চিরস্থায়ী নয়; তাই সেই সমস্ত অনিত্য সুখ ভোগের ব্যাপারে বাস্তবিক অনিচ্ছা পোষণ করা কর্তব্য।

শ্লোক ৩

অতঃ কবির্নামসু যাবদর্থঃ
স্যাদপ্রমত্তো ব্যবসায়বুদ্ধিঃ।
সিদ্ধেঽন্যথার্থে ন যতেত তত্র
পরিশ্রমং তত্র সমীক্ষমাণঃ ॥ ৩ ॥

অতঃ—সেই কারণে; **কবিঃ**—তত্ত্বজ্ঞানী; **নামসু**—নামমাত্র; **যাবৎ**—ন্যূনতম; **অর্থঃ**—আবশ্যকতা; **স্যাৎ**—হবে; **অপ্রমত্তঃ**—তাদের প্রতি প্রমত্ত না হয়ে; **ব্যবসায়-**

বুদ্ধিঃ—বুদ্ধিমত্তা সহকারে স্থিত হয়ে; **সিদ্ধে**—সাফল্য লাভের জন্য; **অন্যথা**—অন্যথা; **অর্থে**—উদ্দেশ্যে; **ন**—কখনোই উচিত নয়; **যতেত**—প্রয়াস করে; **তত্র**—সেখানে; **পরিশ্রমম্**—কঠোর পরিশ্রম; **তত্র**—সেখানে; **সমীক্ষমাণঃ**—ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যিনি দর্শন করেন।

অনুবাদ

অতএব তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি উপাধিসমন্বিত এই জগতে কেবল ন্যূনতম আবশ্যকতাগুলির জন্য প্রয়াস করবেন। তাঁর কর্তব্য বুদ্ধিমত্তা সহকারে স্থির হওয়া এবং কখনো অবাঞ্ছিত বস্তুর জন্য কোন রকম প্রয়াস না করা, কেননা তিনি ব্যবহারিকভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, সেই সমস্ত প্রচেষ্টা কেবল অর্থহীন পরিশ্রম মাত্র।

তাৎপর্য

ভাগবদ্ধর্ম বা শ্রীমদ্ভাগবত প্রদর্শিত পন্থা সকাম কর্মের পন্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক; ভগবদ্ভক্তেরা সকাম কর্মের পন্থাকে কেবল সময়ের অনর্থক অপচয় বলে মনে করেন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, তথা সমগ্র জড় জগৎ কেবল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তার পরিকল্পনায় আবর্তিত হচ্ছে, যদিও সকলেই দেখতে পায় যে, এই জগতে কারও অস্তিত্বই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় অথবা নিরাপদ নয়; জীবনের কোন অবস্থাতেই মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় অথবা নিরাপদ হতে পারে না। যারা অলীক জড় সভ্যতার মোহময়ী প্রগতির দ্বারা মোহিত, তারা অবশ্যই উন্মাদ। জড় সৃষ্টি কেবল নামের ভোজবাজি; প্রকৃতপক্ষে, তা কেবল মাটি, জল, আগুন ইত্যাদি জড় পদার্থের বিভ্রান্তিকর সমন্বয় ছাড়া আর কিছু নয়। বাড়িঘর, আসবাবপত্র, গাড়ি, কলকারখানা, শান্তি, যুদ্ধ, এমন কি জড় বিজ্ঞানের সর্বোত্তম সাফল্য, যথা আণবিক শক্তি এবং ইলেকট্রনিক্স্, এসবই প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে উদ্ভূত জড় উপাদানগুলির বিভ্রান্তিকর নাম মাত্র। যেহেতু ভগবানের ভক্তেরা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত, তাই তারা সমুদ্রের তরঙ্গে বুদ্‌বুদের মতো নগণ্য অবাস্তব বস্তুসমূহের দ্বারা অবাঞ্ছিত বিষয় সৃষ্টির ব্যাপারে উৎসাহী নন। মহান রাজা, নেতা এবং সৈনিকেরা ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম লিপিবদ্ধ করার জন্য পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কালের প্রভাবে ইতিহাসের আর একটি যুগকে স্থান দেওয়ার জন্য তারা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। কিন্তু ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিরা যে প্রবহমান কালের কিরকম অর্থহীন উৎপাদন, সে সম্বন্ধে ভক্তরা উপলব্ধি করতে পারেন। সকাম কর্মীরা প্রভূতভাবে ধন-সম্পদ স্ত্রী-রত্ন এবং জাগতিক যশ লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু যারা বাস্তব জ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁদের এই সমস্ত অলীক বস্তুর প্রতি কোন রকম আগ্রহ নেই। তাঁদের কাছে তা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। যেহেতু মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষণই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদের কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁদের সময়ের সদ্ব্যবহার করা।

মানব জীবনের এক মুহূর্তও যদি জড় জগতের সুখ ভোগের পরিকল্পনায় নষ্ট করা হয়,তা হলে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়েও তা ফিরে পাওয়া যাবে না। তাই মায়ার বন্ধন থেকে বা জীবনের মোহময়ী কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হতে ইচ্ছুক অধ্যাত্মবাদীকে এখানে সর্তক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি যেন সকাম কর্মের বাহ্যিক রূপে মোহিত না হন। ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করা কখনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয় ; মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করা। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আত্ম-উপলব্ধি করাই হচ্ছে মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। যে সভ্যতা এই পরম সিদ্ধিকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে, তা কখনো অর্থহীন বস্তু তৈরির কাজে লিপ্ত হয় না, এবং সেই প্রকার সর্বাঙ্গসুন্দর সভ্যতা মানুষকে কেবল জীবনের ন্যূনতম আবশ্যকতাগুলি গ্রহণ করতে শেখায়, বা খারাপ সওদার সর্বোত্তম উপযোগ করার সিদ্ধান্ত পালন করার ব্যাপারে প্রস্তুত করে। আমাদের জড় দেহ এবং সেই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত আমাদের জীবন হচ্ছে একটি খারাপ সওদা, কেননা প্রকৃতপক্ষে জীব হচ্ছে চিন্ময় আত্মা, এবং পারমার্থিক প্রগতি হচ্ছে জীবের পরম প্রয়োজন। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধি করা, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য উদ্দেশ্যে শক্তির অপচয় না করে ও জড় সুখভোগের প্রতি উন্মত্ত না হয়ে ভগবানের দানের উপর নির্ভরশীল থেকে জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করা। জড় সভ্যতার প্রগতিকে বলা হয় "আসুরিক সভ্যতা", যা পরিণামে যুদ্ধ এবং অভাবে পর্যবসিত হয়। পরমার্থবাদীদের এখানে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের মনকে স্থির করেন যাতে উচ্চতর চিন্তাধারা সমন্বিত সরল জীবন যাপনেও যদি প্রতিকূলতা আসে, তা হলেও যেন তাঁরা তাঁদের দৃঢ় সংকল্প থেকে একটুও বিচলিত না হন। জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকা অধ্যাত্মবাদীদের পক্ষে আত্মহত্যার পন্থা, কেননা এই প্রকার পন্থা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, যখন মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই সাক্ষাতের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। অধ্যাত্মবাদীদের কর্তব্য হচ্ছে প্রকৃত মুক্তির অভিলাষী ব্যক্তিদের সাহায্য করা এবং মুক্তির উদ্দেশ্য সাধনে সহযোগিতা করা। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন একজন মহান রাজা রূপে রাজ্য শাসন করছিলেন, তখন শুকদেব গোস্বামী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। অধ্যাত্মবাদীদের কার্যকলাপ পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪

সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈ-
র্বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিম্।

সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা
দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ ॥ ৪ ॥

সত্যাম্—অধিকারে থাকতে; **ক্ষিতৌ**—পৃথিবীর ভূমি; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **কশিপোঃ**—শয্যা; **প্রয়াসৈঃ**—প্রয়াস করা; **বাহৌ**—বাহুদ্বয়; **স্ব-সিদ্ধে**—আত্মনির্ভরশীল হয়ে; **হি**—অবশ্যই; **উপবর্হণৈঃ**—শয্যা এবং উপাধান; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **সতি**—উপস্থিত থাকতে; **অঞ্জলৌ**—হাতের তালু; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **পুরুধা**—বিভিন্ন প্রকাব; **অন্ন**—আহার্য; **পাত্র্যা**—পাত্রের; **দিক্**—উন্মুক্ত স্থান; **বল্কল-আদৌ**—গাছের ছাল; **সতি**—থাকতে; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **দুকূলৈঃ**—বস্ত্র।

অনুবাদ

ভূমিরূপ শয্যা থাকতে শয়নের জন্য খাট এবং পালঙ্কের কি প্রয়োজন? বাহু থাকতে উপাধানের কি প্রয়োজন? আর যখন অঞ্জলি বর্তমান, তখন বহুমূল্য পাত্রেরই বা কি প্রয়োজন? দিক্ ও বৃক্ষ বল্কলাদি থাকতে বস্ত্রের কি প্রয়োজন?

তাৎপর্য

দেহরক্ষার জন্য জীবনের আবশ্যকতাগুলি অনর্থক বৃদ্ধি করা উচিত নয়। এই প্রকার মায়িক সুখের অন্বেষণে মানবশক্তি অর্থহীনভাবে নষ্ট হয়। যদি মেঝেতে শয়ন করা যায়, তা হলে সুন্দর পালঙ্কের অথবা নরম গদির অন্বেষণ করে কি লাভ? মানুষ যদি উপাধান ব্যবহার না করে প্রকৃতির দেওয়া তার নরম বাহুর আশ্রয়ে বিশ্রাম করতে পারে, তা হলে উপাধানের অন্বেষণ করার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা যদি পশুদের জীবন পর্যালোচনা করি, তা হলে আমরা দেখতে পাই যে, বড় বাড়ি, আসবাবপত্র, এবং অন্যান্য গৃহস্থালী সামগ্রী তৈরি করার বুদ্ধি তাদের নেই, কিন্তু তবুও খোলা আকাশের নীচে শয়ন করে তারা সুস্থ জীবন যাপন করে। তারা জানে না কিভাবে রান্না করতে হয়, তথাপি তারা অনায়াসে মানুষদের থেকে অধিক সুস্থ জীবন যাপন করে। তার অর্থ এই নয় যে, মানব সভ্যতা পশু জীবনে ফিরে যাবে অথবা কোন রকম সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং নীতিবোধবিহীন হয়ে মানুষেরা নগ্ন হয়ে জঙ্গলে বাস করবে। বুদ্ধিমান মানুষ কখনও পশুর মতো জীবন যাপন করতে পারে না; পক্ষান্তরে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে শিল্পকলা, বিজ্ঞান, কাব্য এবং দর্শনে তার বুদ্ধিমত্তার যথার্থ সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করা। এইভাবে মানুষ মানব সভ্যতার প্রগতি সাধন করতে পারে। কিন্তু এখানে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যে ধারণাটি প্রদান করেছেন, সেটি হচ্ছে পশুদের থেকে অনেক উন্নত মানুষের সংরক্ষিত শক্তি কেবল আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির জন্যই ব্যবহার করা উচিত। মানব সভ্যতার প্রগতির লক্ষণ হওয়া উচিত ভগবানের সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা, কেননা মানব ব্যতীত অন্য কোন জীবনে তা সম্ভব নয়। আকাশ-কুসুম

সদৃশ জড় জগতের নিরর্থকতা সম্বন্ধে মানুষের যথাযথভাবে অবগত হওয়া উচিত, এবং তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে জীবনের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার সমাধান করা।

ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে চাকচিক্যপূর্ণ পাশবিক সভ্যতার প্রগতিতে আত্মতৃপ্ত হয়ে থাকা একটি মস্ত বড় ভ্রম, এবং এই প্রকার 'সভ্যতাকে' সভ্যতা বলা যায় না। এই প্রকার অর্থহীন কার্যকলাপের ফলে মানুষ মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। পুরাকালে মহান্ মুনি-ঋষিরা সুন্দর আসবাবপত্র এবং জীবনের সুযোগ-সুবিধায় পরিপূর্ণ প্রাসাদোপম গৃহে বাস করতেন না, তাঁরা পর্ণকুটিরে অথবা উপবনে বাস করতেন এবং ভূমিতে উপবেশন করতেন, তথাপি তাঁরা সর্বতোভাবে পূর্ণ জ্ঞানের অন্তহীন ভাণ্ডার রেখে গেছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামী ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজমন্ত্রী, কিন্তু তাঁরা এক-একটি বৃক্ষের নীচে এক-একটি রাত্রি যাপন করে অপ্রাকৃত জ্ঞানের এক অন্তহীন রচনা-ভাণ্ডার রেখে গেছেন। সুন্দর আসবাবপত্রে সজ্জিত এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় পরিপূর্ণ গৃহে বাস করা তো দূরের কথা, তাঁরা একটি গাছের নীচে দুই রাত্রি পর্যন্ত থাকতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী আমাদের দিয়ে গেছেন। জীবনের তথাকথিত সুযোগ-সুবিধাগুলি প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার প্রগতির অনুকূল নয়; পক্ষান্তরে তারা এই প্রগতিশীল জীবনের প্রতিবন্ধক। চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্মের প্রথায় জীবনের সুখময় সমাপ্তির জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেই প্রথার অনুশীলনকারী ব্যক্তি তাঁর জীবনের বাঞ্ছিত লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। কেউ যদি জীবনের শুরু থেকেই ত্যাগ এবং নিঃস্বার্থের জীবন যাপনে অভ্যস্ত না হন, তবে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নির্দেশ অনুসারে তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে তা অনুশীলন করার চেষ্টা করা উচিত, তা হলে তা ঈপ্সিত সাফল্য লাভের সহায়ক হবে।

শ্লোক ৫

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্ ॥ ৫ ॥

চীরাণি—জীর্ণবস্ত্র; **কিম্**—কি; **পথি**—পথে; **ন**—না; **সন্তি**—হয়; **দিশন্তি**— দান করা হয়; **ভিক্ষাম্**—ভিক্ষা; **ন**—না; **এব**—ও; **অঙ্ঘ্রিপাঃ**—বৃক্ষ; **পরভৃতঃ**— যিনি অন্যদের পালন করেন; **সরিতঃ**—নদীসমূহ; **অপি**—ও; **অশুষ্যন**—শুকিয়ে গেছে; **রুদ্ধাঃ**—বন্ধ; **গুহাঃ**—গুহা; **কিম্**—কি; **অজিতঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবান; **অবতি**—রক্ষা করেন; **ন**—না; **উপসন্নান্**—শরণাগতকে; **কস্মাৎ**—তা হলে কেন;

ভজন্তি—তোষামোদ করা হয়; **কবয়ঃ**—বিদ্বান ব্যক্তি; **ধন**—ঐশ্বর্য; **দুর্মদান্ধান্**—অত্যন্ত প্রমত্ত।

অনুবাদ

পথে কি কোন জীর্ণ বস্ত্র পড়ে নেই? অন্যদের পালন করার জন্য যাদের অস্তিত্ব, সেই বৃক্ষরা কি আর ভিক্ষা দান করছে না? নদীগুলি কি শুকিয়ে গেছে, যার ফলে তারা আর তৃষ্ণার্তকে জলদান করছে না? পর্বতের গুহাগুলি কি রুদ্ধ হয়ে গেছে, এবং সর্বোপরি সর্বশক্তিমান ভগবান কি শরণাগতকে আর রক্ষা করছেন না? তা হলে জ্ঞানবান মুনিঋষিরা কেন ঐশ্বর্যের গর্বে অন্ধ এবং প্রমত্ত ব্যক্তিদের তোষামোদ করতে যায়?

তাৎপর্য

সন্ন্যাস আশ্রম ভিক্ষা করার জন্য বা পরজীবীর মতো অন্যের আশ্রয়ে জীবন ধারণ করার জন্য নয়। অভিধানের সংজ্ঞা অনুসারে পরজীবী হচ্ছে একজন মোসাহেব, যে সমাজের জন্য কিছুই না করে কেবল সমাজকে শোষণ করার মাধ্যমে নিজের জীবন যাপন করে। সন্ন্যাস আশ্রমের উদ্দেশ্য সমাজের উন্নতিকল্পে সমাজকে কিছু দেওয়া, গৃহস্থদের রোজগারের উপর নির্ভর করা নয়। প্রকৃতপক্ষে, গৃহস্থদের কাছ থেকে প্রকৃত সন্ন্যাসীদের দান গ্রহণ করার যে ব্যবস্থা, সেটি দাতার প্রকৃত লাভের জন্য মহাজনেরা করে গেছেন। সনাতন ধর্ম-ব্যবস্থায় সন্ন্যাসীদের ভিক্ষাদান করা গৃহস্থদের একটি কর্তব্য, এবং শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, গৃহস্থরা যেন সন্ন্যাসীদের তাঁদের পরিবারের শিশুদের মতো মনে করেন এবং তাঁরা না চাইতেই যেন তাঁদের অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদির সংস্থান করেন। তাই শ্রদ্ধালু গৃহস্থদের দান করার যে প্রবণতা রয়েছে, তার সুযোগ নেওয়া ভণ্ড সন্ন্যাসীদের উচিত নয়। সন্ন্যাস আশ্রমে স্থিত ব্যক্তিদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের পথে মানুষকে পরিচালিত করার জন্য তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত রচনাবলী দান করা। শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রমুখ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের বৈরাগ্যময় জীবনের সমস্ত কর্তব্যের মধ্যে সর্বপ্রধান কর্তব্য ছিল বৃন্দাবনের সেবাকুঞ্জে (যেখানে শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যেখানে শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল জীব গোস্বামীর সমাধি মন্দির রয়েছে) সকলে মিলিত হয়ে পরমার্থ সম্বন্ধে ইষ্টগোষ্ঠী করা।

সমগ্র মানব সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁরা পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত সাহিত্যের এক বিশাল ভাণ্ডার রেখে গেছেন। তেমনই, সমস্ত আচার্যগণ, যাঁরা স্বেচ্ছায় ত্যাগের আশ্রম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানব সমাজের যথার্থ মঙ্গল সাধন করা, পরমুখাপেক্ষী হয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন আরামের জীবন যাপন করা নয়। আর যারা সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্য কিছু দান করতে পারে না, তাদের কেবল

অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানের জন্য গৃহস্থদের কাছে গিয়ে তারা যদি অন্ন ভিক্ষা করে, তা হলে সমাজের এই সর্বোচ্চ আশ্রমের অপমান করা হয়। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই সাবধানবাণী বিশেষ করে সেই সমস্ত ভিক্ষুকদের জন্য দিয়েছেন, যারা তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করার জন্য এই বৃত্তি অবলম্বন করে। কলিযুগে এই প্রকার ভিক্ষুকদের সংখ্যা অগণিত। স্বেচ্ছায় অথবা পরিস্থিতির বশে যেভাবেই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা হোক না কেন, পরমেশ্বর ভগবান যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সমস্ত জীবের পালন কর্তা, সে সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রত্যয় হৃদয়ে পোষণ করা একান্ত কর্তব্য। ভগবান যদি সকলেরই পালনকর্তা হন, তা হলে যে শরণাগত ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে তাঁর সেবায় নিয়োজিত হয়েছেন, তাঁর পালনে কেন তিনি অবহেলা করবেন? একজন সাধারণ মানুষ তার ভৃত্যের সমস্ত প্রয়োজন জোগান দিয়ে থাকেন,তা হলে সর্বশক্তিমান ও সমগ্র ঐশ্বর্য সমন্বিত পরমেশ্বর ভগবান যে তাঁর পূর্ণ শরণাগত ভক্তের অভাব কিভাবে মোচন করবেন তা তো সহজেই অনুমান করা যায়।

সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যে, ত্যাগী ভক্ত কারও কাছে না চেয়ে কেবলমাত্র কৌপীন ধারণ করবেন। তিনি পথে পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্র থেকে সেটি সংগ্রহ করেন। যখন তিনি ক্ষুধার্ত হন, তখন তিনি ফল বর্ষণকারী কোন উদারাশয় বৃক্ষের কাছে যেতে পারেন, এবং তৃষ্ণার্ত হলে তিনি কোন স্রোতস্বিনীর জল পান করতে পারেন। আরামদায়ক গৃহে বাস করার কোন প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন না, পক্ষান্তরে তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে, কোন হিংস্র জন্তুর ভয়ে ভীত না হয়ে পর্বতের গুহায় বাস করতে পারেন। ভগবান ইচ্ছা করলে তাঁর ভক্তকে বিরক্ত না করার জন্য ব্যাঘ্র আদি হিংস্র জন্তুদের নির্দেশ দিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান ভক্ত হরিদাস ঠাকুর এমনই একটি গুহাতে বাস করতেন এবং ঘটনাক্রমে একটি ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পও সেই গুহায় বাস করত। হরিদাস ঠাকুরের গুণমুগ্ধ কয়েকজন ভক্ত, যাঁরা প্রতিদিন হরিদাস ঠাকুরের কাছে যেতেন, সেই সাপের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁরা হরিদাস ঠাকুরকে অনুরোধ করেন সেই গুহাটি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে। যেহেতু তাঁর ভক্তরা সেই সাপের ভয়ে ভীত হয়েছিলেন, তাই শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তাঁদের সেই প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হয়েছিলেন।

কিন্তু যে মুহূর্তে হরিদাস ঠাকুর সেই গুহাটি ছেড়ে চলে যেতে মনস্থ করেছিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই সাপটি সকলের সমক্ষে তার গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে চিরকালের জন্য সেই গুহাটি ছেড়ে চলে যায়। ভগবানের নির্দেশে, যিনি সেই সাপটির হৃদয়েও বিরাজমান, সেই সাপটি স্থির করেছিল যেন হরিদাস ঠাকুর সেই গুহাতে থাকেন, এবং সেজন্য তাঁকে বিরক্ত না করে সে নিজেই সেই গুহাটি ছেড়ে চলে যেতে মনস্থ করেছিল। হরিদাস ঠাকুরের মতো আদর্শ ভক্তকে ভগবান যে কিভাবে রক্ষা করেন, এটি তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

সনাতন ধর্মের বিধান অনুসারে মানুষ প্রথম থেকেই শিক্ষা লাভ করে কিভাবে সর্ব অবস্থায় ভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়। বৈরাগ্যময় জীবন তাঁদেরই গ্রহণ করা উচিত, যাঁরা পূর্ণরূপে সিদ্ধ এবং পবিত্র। ভগবদ্গীতায় (১৬/৫) এই আশ্রমকে দৈবী-সম্পৎ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের দৈবী সম্পৎ বা পারমার্থিক সম্পত্তি সংগ্রহ করার আবশ্যকতা রয়েছে, তা না হলে তার বিপরীত সম্পত্তি, অর্থাৎ আসুরী-সম্পৎ তাকে পরাজিত করবে এবং তাকে তখন সংসারের বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টের বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হতে হবে। সন্ন্যাসীর সর্বদা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা উচিত এবং নির্ভীক হওয়া উচিত। তার একলা থাকতে কখনো ভয় পাওয়া উচিত নয়, যদিও সে কখনই একলা নয়। ভগবান সকলের হৃদয়েই বাস করেন, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বিধি-নিয়মের নির্দিষ্ট পন্থা অনুশীলনের দ্বারা শুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে একাকীত্ব অনুভব করতে হয়। কিন্তু মানুষ যখন সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করে, তখন তাকে অবশ্যই পবিত্র হতে হয়; তার ফলে সে তখন সর্বত্রই পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে এবং তখন আর তার কোনও ভয় থাকে না (যেমন একলা থাকার ভয়)।

প্রত্যেকেই নির্ভীক এবং সৎ হতে পারেন, যদি জীবনের প্রতিটি আশ্রমের বিধি-নিষেধগুলি যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে তার অস্তিত্ব পবিত্র হয়। বৈদিক নির্দেশ শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করার মাধ্যমে এবং ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফলে বৈদিক জ্ঞানের সার হৃদয়ঙ্গম করার ফলে মানুষ তার নিত্য কর্তব্যে স্থির হতে পারে।

শ্লোক ৬

এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ
আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্বৃতো নিয়তার্থো ভজেত
সংসারহেত্বুপরমশ্চ যত্র ॥ ৬ ॥

এবম্—এইভাবে; স্বচিত্তে—নিজের হৃদয়ে; স্বতঃ—তাঁর সর্বশক্তিমত্তার দ্বারা; এব—নিশ্চিতভাবে; সিদ্ধঃ—পূর্ণরূপে প্রতিনিধিত্ব করা; আত্মা—পরমাত্মা; প্রিয়ঃ—অত্যন্ত প্রিয়; অর্থঃ—বস্তু; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অনন্তঃ—নিত্য অন্তহীন; তম্—তাঁকে; নির্বৃতঃ—সংসারে বিরক্ত হয়ে; নিয়ত—স্থায়ী; অর্থঃ—পরম লাভ; ভজেত—আরাধনা করা কর্তব্য; সংসার-হেতু—বদ্ধ অবস্থার কারণ; উপরমঃ—সমাপ্তি; চ—অবশ্যই; যত্র—যাতে।

অনুবাদ

এইভাবে স্থির হয়ে তাঁর সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মার সেবা করা কর্তব্য। যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান, নিত্য এবং অন্তহীন,

তিনিই জীবনের পরম লক্ষ্য এবং তাঁর আরাধনার ফলে মানুষ সংসারের হেতুরূপা অবিদ্যাকে দূর করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা। তাই যিনি যোগী তিনি কেবল তাঁরই আরাধনা করতে পারেন, কেন না তিনি অলীক নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন বাস্তব বস্তু। প্রতিটি জীবই কারও না কারও সেবায় যুক্ত। জীবের স্বরূপগত বৃত্তি হচ্ছে সেবা করা। কিন্তু সে যখন মায়ার দ্বারা প্রভাবিত থাকে অথবা বদ্ধ অবস্থায় থাকে, তখন সে মায়ার সেবা করতে চায়। বদ্ধ জীব তার অনিত্য দেহের সেবায়, স্ত্রী, পুত্র আদি দেহ সম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজনদের সেবায়, এবং গৃহ, ভূমি, ধন-সম্পদ, সমাজ,দেশ ইত্যাদি দেহ এবং দেহ সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সর্বদা যুক্ত থাকে। কিন্তু সে বুঝতে পারে না যে, তার এই সমস্ত সেবার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে মায়িক। পূর্বে আমরা বহুবার আলোচনা করেছি যে, এই জড় জগৎ হচ্ছে মরুভূমির মরীচিকার মতো অলীক। মরুভূমিতে মরীচিকাকে জল বলে ভ্রম হয়, এবং নির্বোধ পশু সেই ভ্রমের শিকার হয়ে তার পেছনে ধাবিত হয়, যদিও সেখানে কোন জলই নেই। মরুভূমিতে জল নেই ঠিকই, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জল নামক বস্তুটি কোথাও নেই। বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানেন যে কোথাও না কোথাও জল অবশ্যই রয়েছে, সমুদ্রে এবং মহাসাগরে জল রয়েছে, কিন্তু সেই প্রকার বিশাল জলাশয় মরুভূমি থেকে অনেক দূরে। তাই সমুদ্র এবং মহাসাগরেই জলের অন্বেষণ করা উচিত, মরুভূমিতে নয়। আমরা সকলেই প্রকৃত সুখের অন্বেষণ করছি, যথা নিত্য জীবন, নিত্য ও অন্তহীন জ্ঞান এবং অন্তহীন আনন্দ। কিন্তু যারা মূর্খ তারা মায়ার জগতে এই বাস্তব বস্তুর অন্বেষণ করে। এই জড় দেহ নিত্য নয়, এবং এই অনিত্য দেহের সম্পর্কে সম্পর্কিত যা কিছু যথা স্ত্রী, পুত্র, সমাজ, দেশ ইত্যাদি সব কিছুই অনিত্য—এই দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও পরিবর্তন হয়। একে বলা হয় সংসার, অথবা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির আবর্ত। আমরা জীবনের এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চাই, কিন্তু কিভাবে যে তা সম্ভব, তা আমরা জানি না। এখানে বলা হয়েছে যে যদি কেউ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি সমন্বিত জীবনের ক্লেশগুলি থেকে অব্যাহতি লাভ করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানকে আরাধনার পন্থা অবলম্বন করতে হবে, এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

এই সত্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (১৮/৬৫) প্রতিপন্ন হয়েছে। আমরা যদি যথার্থই আমাদের বদ্ধ জীবনের সমাপ্তি সাধন করতে চাই, তা হলে আমাদের অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় যুক্ত হতে হবে, তিনি প্রতিটি জীবের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক স্নেহের বশে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ; কেননা প্রতিটি জীব হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন অংশ (*ভঃ গীঃ ১৮/৬১*)।মাতৃক্রোড়ে স্থিত শিশু স্বাভাবিকভাবেই মায়ের প্রতি আসক্ত। কিন্তু

শিশু যখন বড় হয় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন সে ধীরে ধীরে তার মায়ের থেকে দূরে সরে যায়, কিন্তু মা সর্বদাই প্রত্যাশা করেন যে, তাঁর উপযুক্ত সন্তান কোন না কোন ভাবে তাঁর সেবা করবে, আর তাঁর সন্তান তাঁকে ভুলে গেলেও তিনি সর্বদাই তার প্রতি সমভাবে স্নেহশীল। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে ভগবান সর্বদাই আমাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ, এবং তিনি সর্বদাই আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামেই আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু আমরা, বদ্ধ জীবেরা তাঁর কথা না ভেবে অনিত্য দেহের মায়িক সম্পর্কের পিছনে ধাবিত হই। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে জড় জগতের সমস্ত মায়িক সম্পর্ক থেকে নিজেদের মুক্ত করে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা এবং এইভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, কেননা তিনি হচ্ছেন পরম সত্য। শিশু যেমন তার মায়ের জন্য আকুল হয়, আমরাও প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্য আকুলতা বোধ করি। আর পরমেশ্বর ভগবানকে খুঁজতে হলে আমাদের অন্য কোথাও যেতে হবে না, কেননা তিনি আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে রয়েছেন। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, ভগবানের আরাধনার স্থল মন্দির, মসজিদ বা গীর্জায় যেতে আমাদের নিষেধ করা হচ্ছে। এই সমস্ত পবিত্র স্থানে ভগবান অবশ্যই রয়েছেন, কেননা তিনি সর্বব্যাপ্ত। সাধারণ মানুষদের জন্য এই সমস্ত পবিত্র স্থানগুলি ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান অধ্যয়নের কেন্দ্র। মন্দিরগুলি যখন পারমার্থিক কার্যকলাপ থেকে ভ্রষ্ট হয়, তখন সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সেইসব স্থানের প্রতি বিমুখ হয়ে ওঠে, এবং পরিণামে জনসাধারণ ধীরে ধীরে ভগবদ্বিমুখ হয়ে পড়ে, এবং তার ফলে ভগবদ্বিহীন সভ্যতার প্রকাশ হতে দেখা যায়। এই প্রকার নারকীয় সভ্যতা কৃত্রিমভাবে জীবনের বদ্ধ অবস্থা বর্ধিত করে এবং তখন সকলের পক্ষেই বেঁচে থাকা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ভগবদ্বিহীন সমাজের মূর্খ নেতারা জড় বাদের নামে ঈশ্বর বিহীন জগতে শান্তি এবং সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করার নানা রকম পরিকল্পনা করে, কিন্তু তাদের সেই ভ্রমাত্মক পরিকল্পনা কখনো সার্থক হয় না। জনসাধারণ ভোট দিয়ে একের পর এক অযোগ্য, অন্ধ নেতা নির্বাচন করে, যারা তাদের সমস্যার সমাধানে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। আমরা যদি ভগবদ্বিহীন সভ্যতার এই অসঙ্গতি দূর করতে চাই, তা হলে আমাদের শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করতে হবে এবং জড় বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো মহাত্মার উপদেশ পালন করতে হবে।

শ্লোক ৭

কস্তাং ত্বনাদৃত্য পরানুচিন্তা-
মৃতে পশূনসতীং নাম কুর্যাৎ।
পশ্যঞ্জনং পতিতং বৈতরণ্যাং
স্বকর্মজান্ পরিতাপাঞ্জুষাণম্ ॥ ৭ ॥

কঃ—আর কে ; **তাম্**—তা ; **তু**—কিন্তু ; **অনাদৃত্য**—উপেক্ষা করে ; **পরানুচিন্তাম্**—পারমার্থিক চিন্তাধারা ; **ঋতে**—বিনা ; **পশূন্**—জড়বাদীরা ; **অসতীম্**—অনিত্য বস্তুতে ; **নাম**—নাম ; **কুর্যাৎ**—গ্রহণ করবে ; **পশ্যন্**—নিশ্চিত রূপে দর্শন করে ; **জনম্**—জনসাধারণ ; **পতিতম্**—পতিত ; **বৈতরণ্যাম্**—দুঃখ-দুর্দশার নদী বৈতরণীতে ; **স্বকর্মজান্**—স্বীয় কর্ম থেকে উদ্ভূত ; **পরিতাপান্**—ক্লেশ ; **জুষাণম্**—প্রভাবিত হয়ে।

অনুবাদ

ঘোর জড়বাদী ছাড়া আর কে পারমার্থিক বিষয়ে চিন্তা না করে অনিত্য বিষয়ের চিন্তা করবে ? দুঃখ-দুর্দশার নদী বৈতরণীতে পতিত হয়ে তাকে স্বীয় কর্মজাত ত্রিতাপ ভোগ করতে হয়, তা দেখা সত্ত্বেও পশু ছাড়া আর কোন্ ব্যক্তির বিষয়ে স্পৃহা হবে ?

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে, যে সমস্ত মানুষ ভগবানকে বাদ দিয়ে অন্য দেবতাদের প্রতি আসক্ত হয় তারা ঠিক পশুর মতো, যারা এক পশুপালককে অনুসরণ করছে যে তাদের কসাইখানায় নিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত জড়বাদীরাও পশুদের মতো জানে না যে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত চিন্তা অবহেলা করার ফলে তারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হচ্ছে। চিন্তাহীন হয়ে কেউই থাকতে পারে না। একটি প্রবাদ আছে যে, "অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা", কেন না যারা ঠিকভাবে চিন্তা করতে পারে না তারা এমন বিষয়ের চিন্তা করবে যার ফলে তাদের সর্বনাশ হবে। জড়বাদীরা সর্বদাই কোন না কোন দেবতাদের পূজা করে যারা পরমেশ্বর ভগবানের তুলনায় নিতান্তই নিকৃষ্ট, যদিও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/২০) এই ধরনের পূজার নিন্দা করা হয়েছে। মানুষ যখন জড় লাভের আশায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তখন সে বিশেষ কোন লাভের জন্য বিভিন্ন দেবতাদের কাছে আবেদন করে, প্রকৃতপক্ষে যদিও তা ভ্রমাত্মক এবং অনিত্য। দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্ত পরমার্থী কখনো এই প্রকার মায়িক বিষয়ের দ্বারা মোহিত হন না ; তাই তিনি সর্বদাই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান উপলব্ধির বিভিন্ন স্তরে পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত চিন্তায় মগ্ন থাকেন। পূর্ববর্তী শ্লোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে পরমাত্মার চিন্তা করা উচিত, যা নির্বিশেষ ব্রহ্ম চিন্তার থেকে এক স্তর ঊর্ধ্বে, এবং সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট রূপের ধারণার মাধ্যমে এই ধরনের পরমাত্মা সম্বন্ধীয় চিন্তা করা যেতে পারে।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে ভ্রাম্যমাণ জীবদের তো বটেই, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের অবস্থাও যথাযথভাবে দর্শন করতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পাপীদের দণ্ডদাতা যমরাজের আলয়ের প্রবেশদ্বারে বৈতরণী নামক একটি নিত্য প্রবাহিতা নদী রয়েছে। পাপের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত দণ্ড ভোগ করার পর পাপী তার

পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বিশেষ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যমরাজ কর্তৃক দণ্ডিত এই প্রকার জীবেদের বিভিন্ন প্রকার বদ্ধ জীবনে দেখা যায়। তাদের কেউ স্বর্গলোকে রয়েছে, আবার কেউ বা নরকে রয়েছে। তাদের কেউ ব্রাহ্মণ, আর অন্য কেউ কৃপণ। কিন্তু এই জড় জগতে কেউই সুখী নয়, এবং তারা সকলেই হয় প্রথম শ্রেণীর, দ্বিতীয় শ্রেণীর অথবা তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী, যারা তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জড় জগৎ রূপ কারাগারে নানা প্রকার দণ্ডভোগ করছে। ভগবান জীবের দুঃখ-দুর্দশার সমস্ত পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ থাকেন, কিন্তু কেউ যখন তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, ভগবান তখন তাকে যথাযথভাবে রক্ষা করেন এবং পুনরায় তাঁর ধামে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

শ্লোক ৮

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ৮ ॥

কেচিৎ—অন্যেরা; **স্ব-দেহ-অন্তঃ**—তাদের শরীরের অভ্যন্তরে; **হৃদয়াবকাশে**—হৃদয় প্রদেশে; **প্রাদেশমাত্রম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বসন্তম্**—নিবাসকারী; **চতুঃ-ভুজম্**—চতুর্ভুজ; **কঞ্জ**—কমল; **রথাঙ্গ**—রথের চাকা; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **গদাধরম্**—গদাধর; **ধারণয়া**—এইভাবে ধারণা করে; **স্মরন্তি**—তাঁর স্মরণ করেন।

অনুবাদ

অন্যেরা (যোগীরা) তাঁদের দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়-গহ্বরে বিরাজিত চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী প্রাদেশমাত্র পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করে থাকেন।

তাৎপর্য

সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। সেই অন্তর্যামী পরমাত্মার আয়তন প্রাদেশ পরিমাণ, অর্থাৎ প্রসারিত করতলের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগ থেকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ পর্যন্ত বা প্রায় আট ইঞ্চি পরিমাণ বলে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকে বর্ণিত ভগবানের রূপটি বিভিন্ন প্রতীকযুক্ত—নীচের ডান হাত থেকে নীচের বাঁ হাত পর্যন্ত তাঁর হাতে যথাক্রমে পদ্ম, চক্র, শঙ্খ এবং গদা রয়েছে। তাঁর এই রূপকে বলা হয় জনার্দন বা সাধারণ জীবের নিয়ন্ত্রণকারী ভগবানের অংশ প্রকাশ। শঙ্খ, চক্র আদি প্রতীকের অবস্থানের তারতম্য অনুসারে ভগবানের অন্য অনেক রূপ রয়েছে। যথা—পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, ত্রিবিক্রম, হৃষীকেশ, কেশব, মাধব, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, শ্রীধর, বাসুদেব, দামোদর,

জনার্দন, নারায়ণ, হরি, পদ্মনাভ, বামন, মধুসূদন, গোবিন্দ, কৃষ্ণ, বিষ্ণুমূর্তি, অধোক্ষজ এবং উপেন্দ্র। অন্তর্যামী ভগবানের এই চব্বিশটি রূপ বিভিন্ন লোকে পূজিত হন, এবং প্রতিটি লোকে ভগবানের অবতার রয়েছেন, যাঁরা পরব্যোম নামক চিদাকাশের বিভিন্ন বৈকুণ্ঠ লোকে স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করেন। এ ছাড়া ভগবানের শত শত ভিন্ন রূপ রয়েছে এবং চিদাকাশে তাঁদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ধাম রয়েছে। এই জড় জগৎ সেই চিজ্জগতের একটি নগণ্য অংশ মাত্র। ভগবান পুরুষ বা ভোক্তারূপে বিরাজমান, যদিও এই জড় জগতের কোন পুরুষের সঙ্গে তাঁর কোন তুলনাই হয় না। তাঁর এই সমস্ত অসংখ্য রূপ অদ্বৈত—তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কোন ভেদ নেই, এবং তাঁর সেই সমস্ত রূপই নিত্য নবযৌবনসম্পন্ন। সেই নবযৌবনসম্পন্ন চতুর্ভুজ ভগবান অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত, তার বর্ণনা নিম্নে করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

প্রসন্নবক্তং নলিনায়তেক্ষণং
কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাসসম্।
লসন্মহারত্নহিরণ্ময়াঙ্গদং
স্ফুরন্মহারত্নকিরীটকুণ্ডলম্ ॥ ৯ ॥

প্রসন্ন—প্রসন্নতা প্রকাশকারী; **বক্তম্**—মুখ; **নলিন-আয়ত**—কমলদলের মতো আয়ত; **ঈক্ষণম্**—চক্ষু; **কদম্ব**—কদম্ব পুষ্প; **কিঞ্জল্ক**—কেশর; **পিশঙ্গ**—পীত; **বাসসম্**—বসন; **লসৎ**—দোলায়মান; **মহারত্ন**—বহু মূল্যবান রত্নসমূহ; **হিরণ্ময়**—স্বর্ণনির্মিত; **অঙ্গদম্**—আভূষণ; **স্ফুরৎ**—উদ্ভাসিত; **মহারত্ন**—মহা মূল্যবান রত্নসমূহ; **কিরীট**—মুকুট; **কুণ্ডলম্**—কানের দুল।

অনুবাদ

তাঁর মুখমণ্ডল তাঁর প্রসন্নতা ব্যক্ত করছে। তাঁর চক্ষুদ্বয় কমল দলের মতো আয়ত, এবং তাঁর বসন কদম্ব পুষ্পের কেশরের মতো পীত বর্ণ এবং তিনি বহু মূল্যবান রত্নসমূহের দ্বারা বিভূষিত। মহারত্নখচিত স্বর্ণময় কিরীট ও কুণ্ডল মহামূল্যবান মণিসমূহের দ্বারা বিশেষভাবে দীপ্তিমান।

শ্লোক ১০

উন্নিদ্রহৃৎপঙ্কজকর্ণিকালয়ে
যোগেশ্বরাস্থাপিতপাদপল্লবম্।
শ্রীলক্ষণং কৌস্তুভরত্নকন্ধর-
মম্লানলক্ষ্ম্যা বনমালয়াচিতম্ ॥ ১০ ॥

উন্নিদ্র—বিকশিত ; **হৃৎ**—হৃদয় ; **পঙ্কজ**—পদ্মফুল ; **কর্ণিকালয়ে**—কর্ণিকার উপরিভাগে ; **যোগেশ্বর**—মহান্ যোগীগণ ; **আস্থাপিত**—স্থাপিত হয়েছে ; **পাদপল্লবম্**—শ্রীপাদপদ্ম ; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবী বা সুন্দর গো-বৎস ; **লক্ষণম্**—সেই প্রকার লক্ষণযুক্ত ; **কৌস্তুভ**—কৌস্তুভমণি ; **রত্ন**—অন্যান্য রত্নসমূহ ; **কন্ধরম্**—স্কন্ধে ; **অম্লান**—অম্লান ; **লক্ষ্ম্যা**—সৌন্দর্য ; **বনমালয়া**—বনফুলের মালার দ্বারা ; **আচিতম্**— বিস্তৃত।

অনুবাদ

তাঁর শ্রীপাদপদ্ম মহান্ যোগীদের বিকশিত হৃদয় পদ্মের কর্ণিকারূপ আবাসে সংস্থাপিত। তাঁর বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্নযুক্ত কৌস্তুভ-মণি শোভা পাচ্ছে এবং তাঁর স্কন্ধে নানাপ্রকার রত্নসমূহ, এবং তাঁর গলদেশ অম্লান শোভা সমন্বিত বনমালায় বেষ্টিত।

তাৎপর্য

অলঙ্কার, ফুল, বসন আদি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য অঙ্গের সমস্ত আভূষণ তাঁর দেহ থেকে অভিন্ন। তাদের কোনটিই জড় উপাদান দ্বারা গঠিত নয়, অন্যথায় সেগুলি ভগবানের দেহকে অলঙ্কৃত করতে পারত না। তেমনই, পরব্যোমের চিন্ময় বৈচিত্র্য জড় জগতের বৈচিত্র্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শ্লোক ১১

বিভূষিতং মেখলয়াঙ্গুলীয়কৈ-
র্মহাধনৈর্নূপুরকঙ্কণাদিভিঃ।
স্নিগ্ধামলাকুঞ্চিতনীলকুন্তলৈ-
র্বিরোচমানাননহাস পেশলম্ ॥ ১১ ॥

বিভূষিতম্—সুসজ্জিত ; **মেখলয়া**—মেখলার দ্বারা ; **অঙ্গুলীয়কৈঃ**—অঙ্গুরীর দ্বারা ; **মহা-ধনৈঃ**—অত্যন্ত মূল্যবান ; **নূপুর**—নূপুর ; **কঙ্কণাদিভিঃ**—কঙ্কণাদির দ্বারা ; **স্নিগ্ধ**—চিকন ; **অমল**—নিষ্কলুষ ; **আকুঞ্চিত**—কুঞ্চিত ; **নীল**—নীল বর্ণ ; **কুন্তলৈঃ**—কেশ ; **বিরোচমান**—অত্যন্ত মনোহর ; **আনন**—মুখ মণ্ডল ; **হাস**—হাস্য ; **পেশলম্**—সুন্দর।

অনুবাদ

তাঁর কটিদেশ মেখলার দ্বারা এবং অঙ্গুলিগুলি বহুমূল্য রত্ন খচিত অঙ্গুরীর দ্বারা সুশোভিত। তাঁর অন্যান্য অঙ্গ নূপুর, কঙ্কণ আদি বহু মূল্যবান অলঙ্কারে সুসজ্জিত। তাঁর মুখমণ্ডল কুঞ্চিত স্নিগ্ধ অমল নীলবর্ণ কেশের দ্বারা অতিশয় শোভমান এবং হাস্য দ্বারা পরম মনোহর।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত সুন্দরের মধ্যে পরম সুন্দর, এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামী একে একে তাঁর অপ্রাকৃত সৌন্দর্যের প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনা করেছেন, যাতে নির্বিশেষবাদীরা বুঝতে পারে যে, পরমেশ্বর ভগবান আরাধনার সুবিধার জন্য ভক্তের কল্পনাপ্রসূত নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন বাস্তবিকই পরম পুরুষ। পরম সত্যের নির্বিশেষরূপ তাঁর দেহ নির্গত রশ্মিছটা, ঠিক যেমন সূর্য কিরণ হচ্ছে সূর্যের রশ্মিছটা।

শ্লোক ১২

অদীনলীলাহসিতেক্ষণোল্লসদ্—
ভ্রূভঙ্গসংসূচিত ভূর্যনুগ্রহম্।
ঈক্ষেত চিন্তাময়মেনমীশ্বরং
যাবন্মনো ধারণয়াবতিষ্ঠতে ॥ ১২ ॥

অদীন—অত্যন্ত উদার; **লীলা**—লীলা; **হসিত**—হাস্যযুক্ত; **ঈক্ষণ**—দৃষ্টিপাত; **উল্লসৎ**—দীপ্তিমান; **ভ্রূভঙ্গ**—ভ্রূভঙ্গী; **সংসূচিত**—সূচিত; **ভূরি**—অত্যন্ত; **অনুগ্রহম্**—অনুগ্রহ; **ঈক্ষেত**—একাগ্র করা কর্তব্য; **চিন্তাময়ম্**—দিব্য; **এনম্**—এই বিশেষ; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **মনঃ**—মন; **ধারণয়া**—ধ্যানের দ্বারা; **অবতিষ্ঠতে**—নিবদ্ধ করা যায়।

অনুবাদ

ভগবানের উদার লীলা এবং হাস্যযুক্ত কটাক্ষপাতে যে চমৎকার ভ্রূভঙ্গী দীপ্তিমান হয়, তাতে তাঁর অত্যন্ত অনুগ্রহ পূর্ণরূপে সূচিত হয়। তাই যতক্ষণ ধ্যানের দ্বারা মনকে নিবদ্ধ করা যায়, ততক্ষণই ভগবানের এই দিব্য রূপের উপর মনকে স্থির করা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১২/৫) বলা হয়েছে যে নির্বিশেষবাদীরা নিরাকারের ধ্যান করার ফলে বিভিন্ন প্রকার ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভগবানের অন্তরঙ্গ সেবা করার মাধ্যমে অনায়াসে উত্তীর্ণ হন। নিরাকারের ধ্যান তাই নির্বিশেষবাদীদের পক্ষে দুঃখ-দুর্দশার উৎসস্বরূপ। এখানে ভগবদ্ভক্তের নির্বিশেষ দার্শনিকদের তুলনায় একটি সুবিধা রয়েছে। নির্বিশেষবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপ সম্বন্ধে সন্দিহান, তাই তারা সর্বদাই অবাস্তব বস্তুর ধ্যান করার চেষ্টা করে। সেই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের বাস্তবিক স্বরূপের ধ্যানে মনকে একাগ্র করার জন্য প্রামাণিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এখানে যে ধ্যানের পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে তা ভক্তিযোগের পন্থা, বা জড় জগতের বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার পন্থা। জ্ঞান-যোগ জড়-জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা। কেউ যখন জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হন, অর্থাৎ পূর্বের বর্ণনা অনুসারে *নিবৃত্ত* হন বা সমস্ত জড়-জাগতিক প্রয়োজন থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি ভক্তিযোগের পন্থা সম্পাদন করার যোগ্যতা অর্জন করেন। তাই ভক্তিযোগে জ্ঞান-যোগও নিহিত রয়েছে, অথবা শুদ্ধ ভক্তির পন্থা যুগপৎ জ্ঞানযোগের উদ্দেশ্যও সাধন করে; শুদ্ধ ভক্তির ক্রমবিকাশের ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে স্বাভাবিকভাবেই মুক্তি লাভ হয়ে থাকে। ভক্তিযোগের এই প্রভাবকে বলা হয় অনর্থ-নিবৃত্তি। ভক্তিযোগের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিমভাবে অর্জিত বস্তুসমূহ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। পারমার্থিক প্রগতির প্রাথমিক স্তর অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান অনর্থ-নিবৃত্তির দ্বারা তার প্রভাব প্রদর্শন করবে। সবচাইতে গভীর অনর্থ, যা বদ্ধ জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে তা হচ্ছে যৌন বাসনা, এবং এই যৌন বাসনার চরম প্রকাশ হচ্ছে নর-নারীর মিলন। নর-নারীর মিলনের ফলে যৌন বাসনা পুনরায় বর্ধিত হয় গৃহ, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং ধন-সম্পদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে। এগুলি লাভ হলে বদ্ধ জীব এগুলির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, এবং তখন মিথ্যা অহঙ্কার বা 'আমি' এবং 'আমার' ধারণা অত্যন্ত গভীরভাবে প্রকট হয়; তখন যৌন-বাসনা বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক, সামাজিক, পরার্থবাদ, লোকহিতৈষণা এবং অন্যান্য নানা প্রকার কার্যকলাপে প্রসারিত হয়, যা সমুদ্রে তরঙ্গের উপরের ফেনার মতো ক্ষণিকের জন্য অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়ে পর মুহূর্তে আকাশের মেঘের মতো মিলিয়ে যায়। বদ্ধজীব এই প্রকার বস্তুসমূহের দ্বারা তথা যৌন-বাসনা প্রসূত বস্তুসমূহের দ্বারা বদ্ধ হয়ে পড়ে, এবং তাই ভক্তিযোগের প্রভাবে ধীরে ধীরে যৌন-বাসনা, যার সূক্ষ্ম প্রকাশ হচ্ছে লাভ, পূজা এবং প্রতিষ্ঠা, তা ধীরে ধীরে লোপ পায়। সমস্ত বদ্ধ জীবেরাই বিভিন্ন প্রকার যৌন-বাসনার দ্বারা উন্মাদগ্রস্ত, এবং কে কতটা যৌন-বাসনাভিত্তিক জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়েছে সে বিষয়ে সব সময় লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রতি গ্রাস অন্ন ভোজনের ফলে যেমন ক্ষুধার নিবৃত্তি অনুভব করা যায়, ঠিক তেমনই পারমার্থিক উন্নতির মাত্রা নির্ধারণ করা যায় যৌন-বাসনার নিবৃত্তির মাত্রা অনুসারে। ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে বিভিন্ন প্রকার যৌন-বাসনার নিবৃত্তি হয়, কেননা ভক্তিযোগের অনুশীলন করলে ভগবানের কৃপায় জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের উদয় হয়। এমনকি জাগতিক বিচারে ভক্ত উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন না হলেও তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে এই সমস্ত সদ্ গুণাবলীর উদয় হয়ে থাকে। জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে বস্তু সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানা, এবং যদি বিচারপূর্বক জানা যায় যে, কোন কোন বস্তু সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক, তখন জ্ঞানবান ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই সেই সমস্ত অবাঞ্ছিত বস্তু ত্যাগ করে থাকেন। যখন বদ্ধ জীব জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা বুঝতে পারেন যে, জড়জাগতিক সমস্ত আবশ্যকতাগুলি অবাঞ্ছিত, তখন তিনি

স্বাভাবিকভাবেই সেগুলির প্রতি অনাসক্ত হন। জ্ঞানের এই স্তরকে বলা হয় বৈরাগ্য, বা অবাঞ্ছিত বস্তুর প্রতি অনাসক্তি। পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, পরমার্থবাদীকে স্বাবলম্বী হতে হয় এবং তার জীবনের অভাব পূরণ করার জন্য ধনমদান্ধ ব্যক্তিদের কাছে ভিক্ষা করা উচিত নয়। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী জীবনের একান্ত আবশ্যকতাগুলি, যথা আহার, নিদ্রা, আশ্রয় আদি সমস্যার বিকল্প সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু মৈথুন সম্বন্ধে তিনি কোন বিকল্প প্রদর্শন করেননি। যাদের হৃদয়ে কাম-বাসনা বর্তমান, তাদের সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা উচিত নয়। কেননা সেই স্তরে উন্নীত না হলে সন্ন্যাস আশ্রমের প্রশ্নই ওঠে না। অতএব ক্রমান্বয়ে সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত অনুসরণ করার মাধ্যমে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করার পূর্বে অন্তত স্থূল যৌন-বাসনাকে সংযত করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, পবিত্র হওয়ার অর্থ হচ্ছে যৌন-বাসনা থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হওয়া, এবং তা সম্ভব হয় এখানে বর্ণিত পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে শুরু করে সমগ্র শ্রীঅঙ্গের ধ্যান করার মাধ্যমে। যৌন-বাসনা থেকে কতখানি মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়েছে, তা বিচার না করে কৃত্রিমভাবে উপরে ওঠার, অর্থাৎ ভগবানের দিব্যরূপের ঊর্দ্ধাঙ্গসমূহের ধ্যান করার চেষ্টা করা উচিত নয়। ভগবানের হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ। বহু অকালপক্ক লোক সরাসরি দশম স্কন্ধ থেকে শুরু করতে চায়, বিশেষ করে ভগবানের রাসলীলা বর্ণনাকারী পাঁচটি অধ্যায় থেকে। এটি অত্যন্ত গর্হিত। শ্রীমদ্ভাগবতের এই ধরনের অধ্যয়ন বা শ্রবণ করার অপপ্রয়াসের ফলে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা শ্রীমদ্ভাগবতের নামে কামক্রীড়ায় লিপ্ত হয়ে তাদের সর্বনাশ সাধন করে থাকে। এই সমস্ত তথাকথিত ভক্তদের কার্যকলাপের ফলে শ্রীমদ্ভাগবতের অমর্যাদা হয়েছে। জনসাধারণের কাছে শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব বর্ণনা করতে চেষ্টা করার পূর্বে সর্বপ্রকার যৌন-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পবিত্র হওয়ার অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে যৌন বিষয়ে নির্লিপ্ত হওয়া। তিনি বলেছেন,

যথা যথা ধীশ্চ শুধ্যতি
বিষয়-লাম্পট্যং ত্যজতি
তথা তথা ধারয়েদিতি
চিত্ত-শুদ্ধি-তারতম্যেনৈব
ধ্যান-তারতম্যমোক্তম্।

অর্থাৎ, বুদ্ধিবৃত্তির বিশুদ্ধিকরণের মাধ্যমে যে পরিমাণে যৌন-বাসনার উন্মত্ততা থেকে মুক্ত হওয়া যায়, সেই অনুসারে ধ্যানের প্রগতির তারতম্য হয়। অর্থাৎ, ভগবানের অপ্রাকৃত দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ধ্যান হৃদয়ে পবিত্রীকরণের মাত্রা অনুসারে হওয়া উচিত। মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, যারা এখনও যৌন-বাসনার প্রতি অনুরক্ত হওয়ার ফলে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ, তাদের ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ঊর্ধ্বে ধ্যান করা উচিত

নয় ; তাই তাদের পাঠ যেন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম এবং দ্বিতীয় স্কন্ধেই সীমিত থাকে। মানুষের কর্তব্য ভাগবতের প্রথম ন'টি স্কন্ধের বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করে পূর্ণরূপে শুদ্ধ হওয়া, তারপর শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে প্রবেশ করা যেতে পারে।

শ্লোক ১৩

একৈকশোঽঙ্গানি ধিয়ানুভাবয়েৎ
পাদাদি যাবদ্ধসিতং গদাভৃতঃ।
জিতং জিতং স্থানমপোহ্য ধারয়েৎ
পরং পরং শুদ্ধ্যতি ধীর্যথা যথা ॥ ১৩ ॥

একৈকশঃ—একে একে ; **অঙ্গানি**—অঙ্গসমূহ ; **ধিয়া**—মনোনিবেশ সহকারে ; **অনুভাবয়েৎ**—ধ্যান করা ; **পাদাদি**—পা ইত্যাদি ; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত ; **হসিতম্**—হাস্যোজ্জ্বল ; **গদাভৃতঃ**—পরমেশ্বর ভগবান ; **জিতম্ জিতম্**—ধীরে ধীরে মনকে নিয়ন্ত্রিত করে ; **স্থানম্**—স্থান ; **অপোহ্য**—পরিত্যাগ করে ; **ধারয়েৎ**—ধ্যান করা ; **পরম্ পরম্**—উচ্চ থেকে উচ্চতর ; **শুদ্ধ্যতি**—শুদ্ধ হয় ; **ধীঃ**—বুদ্ধি ; **যথা যথা**—যতখানি।

অনুবাদ

ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে শুরু করে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের ধ্যান করা উচিত। প্রথমে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে মনকে স্থির করা উচিত, তারপর গুল্‌ফ, তারপর জঙ্ঘা এবং এইভাবে উচ্চ থেকে উচ্চতর অঙ্গের ধ্যান করা উচিত। চিত্ত যত শুদ্ধ হবে, ধ্যান ততই গভীরতা লাভ করবে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে যে ধ্যানের পন্থা বর্ণিত হয়েছে তা নিরাকার বা শূন্যে মনকে স্থির করার পন্থা নয়। প্রকৃতপক্ষে, শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে ধ্যান করতে হয় পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট রূপের অথবা তাঁর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের চিন্তায় মনকে একাগ্র করার মাধ্যমে। বিষ্ণুরূপের প্রামাণিক বর্ণনা রয়েছে, এবং মন্দিরে তাঁর অর্চা-বিগ্রহের প্রামাণিক স্বরূপ রয়েছে। এইভাবে মনকে ভগবানের পাদপদ্মের চিন্তায় একাগ্র করে, এবং ধীরে ধীরে উচ্চ থেকে উচ্চতর অঙ্গে উন্নীত করে অবশেষে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলে চিত্তকে একাগ্র করা কর্তব্য।

ভাগবত-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভগবানের রাস-নৃত্য হচ্ছে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল। যেহেতু এই শ্লোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের ধ্যান করা উচিত, তাই এক লাফে ভগবানের রাসলীলা বুঝতে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ফুল

ও তুলসী নিবেদন করার মাধ্যমে চিত্তকে একাগ্র করার চেষ্টা করাই শ্রেয়। এইভাবে অর্চনের দ্বারা আমরা ধীরে ধীরে পবিত্র হতে পারব। ভগবানকে স্নান করানো, সাজানো ইত্যাদি অপ্রাকৃত কার্যকলাপ আমাদের জীবনকে পবিত্র করতে সাহায্য করে। আমরা যখন চিত্ত-শুদ্ধির উচ্চতর স্তরে উন্নীত হই এবং ভগবানের হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল দর্শন করতে পারি বা ভগবানের রাসলীলা শ্রবণ করতে পারি, তখন আমরা যথাযথভাবে তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপের রস আস্বাদন করতে পারি। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁর রাসলীলার বর্ণনা দশম স্কন্ধে (২৯-৩৪ অধ্যায়) বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবানের দিব্যরূপে চিত্তকে যতই একাগ্র করা যায়, তা শ্রীপাদপদ্মেই হোক, গুল্‌ফতে হোক, জঙ্ঘাতে হোক অথবা বক্ষে হোক, ততই পবিত্র হওয়া যায়। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, "বুদ্ধি যত পবিত্র হয়," অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বাসনা থেকে যত অনাসক্ত হওয়া যায়। বর্তমানে বদ্ধ অবস্থায় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে আমাদের বুদ্ধি অশুদ্ধ। ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের ধ্যানের ফল প্রকাশ পায় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রতি আমাদের অনাসক্তির মাধ্যমে। তাই ধ্যানের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে বুদ্ধির বিশুদ্ধিকরণ।

যারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে অত্যন্ত মগ্ন, তাদের অর্চনা করতে দেওয়া উচিত নয় অথবা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বা শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহগণকে স্পর্শ করতে দেওয়া উচিত নয়। তাদের পক্ষে ভগবানের বিরাট রূপের ধ্যান করাই শ্রেয়, যা পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে। নির্বিশেষবাদী এবং শূন্যবাদীদের তাই ভগবানের বিরাটরূপের ধ্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভক্তদের শ্রীমন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের ধ্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু নির্বিশেষবাদী এবং শূন্যবাদীরা তাদের পারমার্থিক কার্যকলাপে পর্যাপ্তরূপে শুদ্ধ হননি, তাই অর্চনার পন্থা তাদের জন্য অনুমোদিত হয়নি।

শ্লোক ১৪

যাবন্ন জায়েত পরাবরেঽস্মিন্
বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ।
তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্য রূপং
ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত ॥ ১৪ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; **ন**—করে না; **জায়েত**—বিকশিত হয়; **পর**—অপ্রাকৃত; **অবরে**—জাগতিক; **অস্মিন্**—এইরূপের; **বিশ্বেশ্বরে**—সমগ্র জগতের অধীশ্বর; **দ্রষ্টরি**—দ্রষ্টাকে; **ভক্তিযোগঃ**—ভক্তিযোগ; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **স্থবীয়ঃ**—স্থূল জড়বাদী; **পুরুষস্য**—বিরাট পুরুষের; **রূপম্**—বিশ্বরূপ; **ক্রিয়া-অবসানে**—স্বীয় কর্তব্যকর্ম সমাপন হলে; **প্রযতঃ**—যথাযথভাবে মনোনিবেশ সহকারে; **স্মরেত**—স্মরণ করা উচিত।

অনুবাদ

যতক্ষণ পর্যন্ত স্থূল জড়বাদীদের জড় এবং চেতন উভয় জগতেরই দ্রষ্টা, পরমেশ্বর ভগবানে প্রেমভক্তির উদয় না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের পর যত্নপূর্বক ভগবানের বিরাট রূপেরই ধ্যান করা উচিত।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান জড় এবং চেতন উভয় জগতেরই দ্রষ্টা। অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবান সমগ্র জগতের পরম সুহৃৎ এবং পরম ভোক্তা, যে কথা ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) প্রতিপন্ন হয়েছে। চিজ্জগৎ ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ এবং জড় জগৎ তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। আর জীবেরা হচ্ছে তাঁর তটস্থা শক্তি, এবং তাই তারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে চিজ্জগতে অথবা জড় জগতে থাকতে পারে। জড় জগৎ জীবের বসবাসের উপযুক্ত স্থান নয়, কেননা সমস্ত জীবেরা তাদের চিন্ময় স্বরূপে ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, কিন্তু জড় জগতে জড়া প্রকৃতির আইনের প্রভাবে জীবেরা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ভগবান চান যে, তাঁর বিভিন্ন অংশস্বরূপ জীবেরা যেন চিজ্জগতে তাঁর সঙ্গে অবস্থান করে। তাই জড় জগতে বদ্ধ জীবদের অনুপ্রাণিত করার জন্য বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহ রয়েছে; যাতে তারা যথার্থ জ্ঞান লাভ করে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, বদ্ধ জীবেরা যদিও নিরন্তর জড় জগতে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করছে, তথাপি তারা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে আগ্রহী নয়। তার কারণ পাপ এবং পুণ্যের জটিলতার প্রভাবে তারা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা পুণ্যবান তারা ভগবানের সঙ্গে তাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে শুরু করে, কিন্তু তারা ভগবানের সবিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে তাঁর সেবা করা। সেটি প্রতিটি জীবের স্বরূপগত ধর্ম। কিন্তু যারা নির্বিশেষবাদী এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনে অক্ষম, তাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে ভগবানের নির্বিশেষ বিরাট বা বিশ্বরূপের ধ্যান করতে। কেউ যদি প্রকৃত সুখ লাভ করতে চায়, তা হলে কোন না কোনভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে হবে। স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাথমিক স্তরের সাধকেরা ভগবানের বিরাট রূপের ধ্যান করার ফলে ধীরে ধীরে ভগবানের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত বিরাট রূপের ধ্যান করতে, যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, বিভিন্ন গ্রহ, সমুদ্র, পর্বত, নদী, পশু-পক্ষী, মানুষ, দেবতা ইত্যাদি যা কিছু আমরা চিন্তা করতে পারি তা সবই হচ্ছে ভগবানের বিরাট রূপের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এই প্রকার চিন্তাধারাও পরম সত্যের এক প্রকার ধ্যান, এবং যখনই এই প্রকার ধ্যান শুরু হয়, তখনই দিব্য গুণাবলীর বিকাশ হতে শুরু করে, এবং

তখন সমগ্র জগতকে মনে হয় যেন সমস্ত জীবের বসবাসের এক সুখ এবং শান্তিপূর্ণ স্থান। ভগবানের এই ধরনের সবিশেষ অথবা নির্বিশেষ রূপের ধ্যান ব্যতীত মানুষের সমস্ত সদ্ গুণগুলি তার স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে, এবং এই ধরনের উন্নত জ্ঞান না থাকার ফলে সমগ্র জগৎ মানুষের পক্ষে নরকে পরিণত হয়।

শ্লোক ১৫

স্থিরং সুখং চাসনমাস্থিতো যতি-
র্যদা জিহাসুরিমমঙ্গ লোকম্।
কালে চ দেশে চ মনো ন সজ্জয়েৎ
প্রাণান্ নিয়চ্ছেন্মনসা জিতাসুঃ ॥ ১৫ ॥

স্থিরম্—বিচলিত না হয়ে ; **সুখম্**—আরামদায়ক ; **চ**—ও ; **আসনম্**—উপবেশনের স্থান ; **আস্থিতঃ**—স্থিত হয়ে ; **যতিঃ**—সাধু ; **যদা**—যখনই ; **জিহাসুঃ**—পরিত্যাগ করার বাসনা করেন ; **ইমম্**—এই ; **অঙ্গ**—হে রাজন্ ; **লোকম্**—এই দেহ ; **কালে**—সময়ে ; **চ**—এবং ; **দেশে**—উপযুক্ত স্থানে ; **চ**—ও ; **মনঃ**—মন ; **ন**—না ; **সজ্জয়েৎ**—উদ্বিগ্ন না হয়ে ; **প্রাণান্**—ইন্দ্রিয়সমূহ ; **নিয়চ্ছেৎ**—সংযত করবে ; **মনসা**—মনের দ্বারা ; **জিতাসুঃ**—প্রাণবায়ুকে জয় করে।

অনুবাদ

হে রাজন্, যোগী যখন এই মনুষ্যলোক ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর উচিত উপযুক্ত স্থান এবং কালের চিন্তায় উদ্বিগ্ন না হয়ে সুখকর আসনে উপবিষ্ট হয়ে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের দ্বারা সংযত করা।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৮/১৪) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত এবং প্রতি পদক্ষেপে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করেন, তিনি অনায়াসে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করে তাঁর কৃপা লাভ করেন। এই প্রকার ভক্তদের দেহত্যাগ করার উপযুক্ত সময়ের অন্বেষণ করতে হয় না। পক্ষান্তরে, যারা মিশ্র ভক্ত অর্থাৎ সকাম কর্ম বা অক্ষজ দার্শনিক জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত, তাদের দেহ ত্যাগ করার জন্য উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করতে হয়। তাদের জন্য সেই উপযুক্ত সময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৮/২৩-২৬) বর্ণিত হয়েছে। তবে সেই উপযুক্ত সময় স্বীয় ইচ্ছানুসারে দেহ ত্যাগ করতে সক্ষম যোগীদের পক্ষে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে সেই প্রকার যোগীদের মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম করতে সক্ষম হওয়া উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে অনায়াসে মনকে জয় করা যায়। এই প্রকার সেবার দ্বারা ধীরে ধীরে সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহ আপনা থেকেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। পরম সত্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এইটিই হচ্ছে পন্থা।

শ্লোক ১৬

মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য
ক্ষেত্রজ্ঞে এতাং নিনয়েৎ তমাত্মনি।
আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো
লব্ধোপশান্তির্বিরমেত কৃত্যাৎ ॥ ১৬ ॥

মনঃ—মন; **স্ব-বুদ্ধ্যা**—স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা; **অমলয়া**—অন্য বাসনা রহিত; **নিয়ম্য**—নিয়ন্ত্রণ করে; **ক্ষেত্রজ্ঞে**—জীবে; **এতাম্**—এই সমস্ত; **নিনয়েৎ**—বিলীন করা; **তম্**—তা; **আত্মনি**—আত্মায়; **আত্মানম্**—আত্মাকে; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **অবরুধ্য**—অবরুদ্ধ হয়ে; **ধীরঃ**—পূর্ণরূপে তৃপ্ত; **লব্ধ-উপশান্তি**—যিনি পূর্ণ আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছেন; **বিরমেত**—বিরত হন; **কৃত্যাৎ**—অন্য সমস্ত কার্যকলাপ।

অনুবাদ

তারপর, যোগীর কর্তব্য হচ্ছে তাঁর নির্মল বুদ্ধির দ্বারা তাঁর মনকে আত্মায় লীন করা এবং তারপর আত্মাকে পরমাত্মায় বিলীন করা। তার ফলে পূর্ণরূপে তৃপ্ত জীব তৃপ্তির পরম অবস্থা লাভ করে অন্য সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত হন।

তাৎপর্য

মনের কাজ হচ্ছে চিন্তা, অনুভব এবং ইচ্ছা। মন যখন জড়ের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, অথবা জড় বিষয়ে মগ্ন থাকে, তখন তা জড় জ্ঞানের প্রগতি সাধনে সক্রিয় থেকে আণবিক অস্ত্র ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক আবিষ্কারে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু মন যখন আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার দ্বারা সক্রিয় হয়, তখন তা জীবনের পূর্ণ আনন্দ এবং নিত্যত্ব লাভের জন্য ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আশ্চর্যজনকভাবে ক্রিয়া করে। তাই মনকে সৎ ও নির্মল বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা কর্তব্য। পূর্ণবুদ্ধি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। মানুষের কর্তব্য তার বুদ্ধিমত্তা সহকারে হৃদয়ঙ্গম করা যে, সর্ব অবস্থাতেই সে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবক। প্রকৃতির প্রভাবে প্রতিটি বদ্ধজীব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্যের দাসত্ব করছে। এই সমস্ত প্রবৃত্তির আদেশগুলি পালন করা সত্ত্বেও সে সর্বদা অসুখী। কেউ যখন যথাযথভাবে তা অনুভব করে এবং তার বুদ্ধিকে নিরন্তর দুঃখ-দুর্দশার কারণ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে পরিচালিত করে, তখন উপযুক্ত সূত্রের মাধ্যমে সে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার সন্ধান পায়। উপরিউক্ত দেহের বিভিন্ন প্রবৃত্তিগুলির জড় সেবা করার পরিবর্তে জীবের বুদ্ধিমত্তা তখন দুঃখজনক জড়া প্রকৃতির মোহ থেকে মুক্ত হয়ে নির্মল বুদ্ধিমত্তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। অপ্রাকৃত ভগবান ও তাঁর অপ্রাকৃত সেবা অভিন্ন, সেটি হচ্ছে অপ্রাকৃত স্তরের বৈশিষ্ট্য। তাই প্রেমময়ী সেবার প্রভাবে নির্মল

বুদ্ধিমত্তা এবং মন ভগবানে বিলীন হয়, এবং তার ফলে জীব তখন আর দ্রষ্টা থাকে না, পক্ষান্তরে সে অপ্রাকৃত স্তরে ভগবানের কাছে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। ভগবান যখন সরাসরিভাবে জীবকে দর্শন করেন এবং তাঁর বাসনা অনুসারে কার্য করতে নির্দেশ দেন, তখন জীব পূর্ণরূপে তাঁর নির্দেশ পালন করে এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের সব রকম ভ্রান্ত প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে। সম্পূর্ণরূপে নির্মল স্তরে জীব সব রকম জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে *লব্ধোপশান্তির* স্তর প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১৭

ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ
কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে।
ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ
ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানম্ ॥ ১৭ ॥

ন—না; **যত্র**—যেখানে; **কালঃ**—বিনাশকারী কাল; **অনিমিষাম্**—স্বর্গের দেবতাদের; **পরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **প্রভুঃ**—নিয়ন্তা; **কুতঃ**—কোথায়; **নু**—অবশ্যই; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **জগতাম্**—জড় প্রাণী; **যে**—যারা; **ঈশিরে**—নিয়ম; **ন**—না; **যত্র**—যেখানে; **সত্ত্বম্**—জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব গুণ; **ন**—না; **রজঃ**—জড়া প্রকৃতির রজোগুণ; **তমঃ**—জড়া প্রকৃতির তমোগুণ; **চ**—ও; **ন**—না; **বৈ**—অবশ্যই; **বিকারঃ**—রূপান্তর; **ন**—না; **মহান্**—ভৌতিক কারণার্ণব; **প্রধানম্**—জড়া প্রকৃতি।

অনুবাদ

সেই *লব্ধোপশান্তি* স্তরে, স্বর্গের দেবতাদেরও নিয়ন্তা ও সংহারকারী কাল কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, আর সামান্য দেবতা—যারা প্রাকৃত জগতেই কেবল আধিপত্য করেন, তাঁরা কি প্রভাব বিস্তার করবেন? সেখানে সত্ত্ব, রজো অথবা তমোগুণ এবং অহঙ্কার তত্ত্ব, জড় কারণ সমুদ্র, প্রধান বা প্রকৃতির কোনই প্রভাব নেই।

তাৎপর্য

সংহারক কাল, যা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎরূপে স্বর্গের দেবতাদেরও নিয়ন্ত্রণ করে, চিন্ময় স্তরে তার কোনই প্রভাব নেই। কালের প্রভাব জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধিরূপে প্রকাশিত হয়, এবং এই চারটি নিয়ম জড় সৃষ্টির সর্বত্র প্রকট, এমন কি ব্রহ্মালোকেও, যেখানে সকলের আয়ু আমাদের কল্পনারও অতীত। দুরতিক্রম্য কালের প্রভাবে ব্রহ্মারও মৃত্যু হয়, অতএব ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি দেবতাদের কি কথা? জড় জগতের জীবদের উপর দেবতারা যে বিভিন্ন রকম জ্যোতিষ্কের প্রভাব বিস্তার করেন, চিন্ময় স্তরে জ্যোতিষ্কের সেই প্রভাবের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। জড় জগতে জীবেরা শনির প্রভাবের ভয়ে ভীত, কিন্তু চিন্ময় স্তরে ভক্তদের

সেরকম কোন ভয় থাকে না। জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের প্রভাবে বিভিন্নরূপে এবং আকারে জীবেদের জড় শরীরের পরিবর্তন হয়, কিন্তু চিন্ময় স্তরে ভক্তেরা গুণাতীত, এবং সেখানে অহঙ্কারের প্রভাবে 'আমি সব কিছুর ভোক্তা' এই মনোভাবের উদয় হয় না। জড় জগতে অহঙ্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করার প্রচেষ্টা পতঙ্গের জ্বলন্ত অগ্নির দিকে ধাবিত হওয়ার মতো। পতঙ্গ অগ্নির উজ্জ্বল সৌন্দর্যের দ্বারা মোহিত হয়, এবং সে যখন তা উপভোগ করতে যায়, তখন সেই আগুন তাকে ভস্মীভূত করে। অপ্রাকৃত স্তরে জীবের চেতনা সম্পূর্ণরূপে নির্মল, এবং তখন আর তার জড় জগতকে ভোগ করার অহঙ্কার থাকে না। পক্ষান্তরে তার শুদ্ধ চেতনা তাকে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হতে পরিচালিত করে, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৯) বলা হয়েছে—*'বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'* এই সমস্ত নির্দেশ থেকে বোঝা যায় যে চিন্ময় স্তরে জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি নেই এবং কারণ সমুদ্রও নেই।

চিন্ময় স্তরে উপরোক্ত পরিস্থিতিগুলি বাস্তব, তবে শুদ্ধ চেতন স্তরে বাস্তবিকভাবে সেই জ্ঞান প্রকাশিত হয়। অধ্যাত্মবাদী দুই প্রকার, যথা নির্বিশেষবাদী এবং ভগবদ্ভক্ত। নির্বিশেষবাদীদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে চিদাকাশের ব্রহ্মজ্যোতি, কিন্তু ভক্তদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে বৈকুণ্ঠলোক। ভগবদ্ভক্তেরা উপরোক্ত পরিস্থিতিগুলি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করার ফলে চিন্ময়রূপ লাভ করে সরাসরিভাবে তা অনুভব করতে পারেন। কিন্তু নির্বিশেষবাদীরা, ভগবানের সঙ্গ অবহেলা করার ফলে অপ্রাকৃত কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার জন্য চিন্ময় দেহ লাভ করতে পারেন না। তাঁরা কেবল চিৎ-স্ফুলিঙ্গরূপে ভগবানের চিন্ময় দেহনির্গত রশ্মিতে বিলীন হয়ে যান। ভগবানের রূপ পূর্ণরূপে সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি কেবল সৎ এবং চিন্ময়। বৈকুণ্ঠলোকও সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়, এবং তাই ভগবানের যে সমস্ত ভক্ত তাঁর ধামে প্রবিষ্ট হন, তাঁরাও সচ্চিদানন্দময় দেহ প্রাপ্ত হন। তাঁদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নেই। ভগবানের ধাম, নাম, যশ, পরিকর ইত্যাদি সবই চিন্ময়গুণে গুণান্বিত এবং সেই চিন্ময় গুণাবলী কিভাবে জড় জগতের গুণ থেকে ভিন্ন তা এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তিনটি মুখ্য বিষয় বিশ্লেষণ করেছেন, যথা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ। বৈকুণ্ঠলোকে কেবল ভক্তিযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে প্রবেশ করা যায়, যদিও অন্য পন্থাগুলি পূর্ব বর্ণিত ব্রহ্মজ্যোতিতে নিয়ে যেতে পারে।

শ্লোক ১৮

পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ
যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা
হৃদোপগুহ্যার্হপদং পদে পদে ॥ ১৮ ॥

পরম্—পরম ; **পদম্**—স্থান ; **বৈষ্ণবম্**—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় ; **আমনন্তি**—তাঁরা জানেন ; **তৎ**—তা ; **যৎ**—যা ; **নেতি**—এটি নয় ; **নেতি**—এটি নয় ; **ইতি**—এইভাবে ; **অতৎ**—ভগবৎ বিহীন ; **উৎসিসৃক্ষবঃ**—যারা এড়িয়ে যাওয়ার বাসনা করে ; **বিসৃজ্য**—সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে ; **দৌরাত্ম্যম্**—দৌরাত্ম্য ; **অনন্য**—সম্পূর্ণরূপে ; **সৌহৃদা**—শুভ আকাঙ্ক্ষা সহ ; **হৃদা-উপগুহ্য**—হৃদয়ে গ্রহণ করে ; **অর্হ**—পূজনীয় ; **পদম্**—শ্রীপাদপদ্ম ; **পদে পদে**—প্রতিক্ষণ।

অনুবাদ

যথার্থ পরমার্থবাদীরা জানেন যে, পরম পদে সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই তাঁরা যা কিছু ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন তা পরিত্যাগ করেন। ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ প্রীতির সম্পর্কে সম্পর্কিত শুদ্ধ ভক্তরা তাই কখনো বৈষম্যের সৃষ্টি করেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে হৃদয়ে ধারণ করে সর্বক্ষণ তাঁর আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 'মদ্ধাম' (আমার আলয়) শব্দটি কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় বর্ণনা অনুসারে অন্তহীন চিদাকাশে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক, বা পরমেশ্বর ভগবানের ধাম বিরাজ করছে। সেই আকাশ, যা জড় আকাশ এবং তার সপ্ত আবরণের অনেক অনেক দূরে, সেই স্থানকে আলোকিত করার জন্য সূর্য অথবা চন্দ্র অথবা অগ্নির প্রয়োজন হয় না। কেননা সেই সমস্ত গ্রহলোক জ্যোতির্ময় এবং সূর্যের থেকেও বহুগুণ অধিক উজ্জ্বল। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ প্রীতির সম্পর্কে সম্পর্কিত ; অর্থাৎ, তাঁরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানকে তাদের একমাত্র সুহৃদ এবং শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করেন। তাঁরা কারো মুখাপেক্ষী নন, এমন কি এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্তা ব্রহ্মারও নন। তাঁরাই স্পষ্টভাবে বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করতে পারেন। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তেরা পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক পরিচালিত হয়ে ব্রহ্ম এবং অব্রহ্ম বা মায়া সম্বন্ধে আলোচনা করে তাঁদের সময়ের অপচয় করেন না, অথবা অন্যের হৃদয়ে সংশয়ের সৃষ্টি করেন না। তাঁরা কখনো ভ্রান্তিবশত নিজেদের ভগবান বলে মনে করেন না, অথবা ভগবানের ভিন্ন অস্তিত্ব নেই বলে তর্ক করেন না, অথবা বলেন না যে, ভগবান নেই, অথবা শিব হচ্ছে ভগবান, অথবা ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি জড় শরীর ধারণ করেন। এই ধরনের অন্য সমস্ত কল্পনাপ্রসূত ধারণার দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত হন না, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে পারমার্থিক তত্ত্ব উপলব্ধির প্রতিবন্ধক। নির্বিশেষবাদী অথবা অভক্ত ব্যতীত অন্য একশ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা নিজেদের ভগবানের ভক্ত বলে প্রচার করে, কিন্তু অন্তরে নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে মুক্ত হওয়ার ধারণা পোষণ করে। তারা খোলাখুলিভাবে লাম্পট্যপূর্ণ আচরণ করে তাদের মনগড়া ভক্তির পথ সৃষ্টি করে এবং

এইভাবে নিরীহ মানুষদের অথবা তাদের মতো লম্পটদের বিপথগামী করে। এই সমস্ত অভক্ত এবং লম্পটরা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে মহাত্মার বেশধারী দুরাত্মা। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই শ্লোকটিতে এই প্রকার অভক্ত এবং লম্পটদের সম্পূর্ণরূপে পরমার্থবাদীদের তালিকা থেকে বহিষ্কৃত করেছেন।

বৈকুণ্ঠলোক হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ধাম। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিকেও পরম ধাম বলা হয় কেননা তা হচ্ছে বৈকুণ্ঠলোকের রশ্মিচ্ছটা, ঠিক যেমন সূর্যমণ্ডলের থেকে কিরণ বিকিরণ হয় তেমনই বৈকুণ্ঠলোক থেকেও ব্রহ্মজ্যোতি বিকিরণ হয়। ভগবদ্গীতায় (১৪/২৭) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির প্রতিষ্ঠা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং যেহেতু সব কিছুই প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে ব্রহ্মজ্যোতিকে আশ্রয় করে রয়েছে, তাই সব কিছু ভগবান থেকে প্রকাশিত হয়েছে, এবং সব কিছু তাঁরই আশ্রয়ে বিরাজ করছে, এবং প্রলয়ের পর সব কিছু তাঁরই মধ্যে লীন হয়ে যাবে। তাই তাঁর থেকে স্বতন্ত্র কিছুই নেই। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনোই অব্রহ্ম থেকে ব্রহ্মের পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টায় তাঁর মূল্যবান সময় অপচয় করেন না, কেননা তিনি পূর্ণরূপে জানেন যে, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর ব্রহ্মশক্তির দ্বারা সব কিছুর মধ্যে বিরাজ করছেন, এবং তাই ভক্তের দৃষ্টিতে সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি। ভক্ত সর্বদাই সব কিছু ভগবানের সেবায় নিয়োগ করতে চেষ্টা করেন এবং কখনো ভগবানের সৃষ্টিতে মিথ্যা আধিপত্য বিস্তার করে বৈষম্যের সৃষ্টি করেন না। তিনি এতই বিশ্বস্ত যে, তিনি সর্বদা সব কিছু ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করেন। সব কিছুর মধ্যে ভক্ত ভগবানকে দর্শন করেন, এবং তিনি সব কিছুকেই ভগবানের মধ্যে দর্শন করেন। দুরাত্মারা ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহকে জড় বলে ধারণা করার ফলে বিশেষ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

শ্লোক ১৯

ইত্থং মুনিস্তূপরমেদ্ব্যবস্থিতো
বিজ্ঞানদৃগ্বীর্যসুরন্ধিতাশয়ঃ।
স্বপার্ষ্ণিনাপীড্য গুদং ততোঽনিলং
স্থানেষু ষট্সূন্নময়েজ্জিতক্লমঃ ॥ ১৯ ॥

ইত্থম্—এইভাবে, ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারা; **মুনিঃ**—দার্শনিক; **তু**—কিন্তু; **উপরমেৎ**—অবসর গ্রহণ করা উচিত; **ব্যবস্থিতঃ**—ভালভাবে অবস্থিত হয়ে; **বিজ্ঞানদৃক্**—বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা; **বীর্য**—বল; **সুরন্ধিত**—সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত; **আশয়ঃ**—জীবনের উদ্দেশ্য; **স্বপার্ষ্ণিনা**—পায়ের গোড়ালির দ্বারা; **আপীড্য**—রোধ করে; **গুদম্**—বায়ুরন্ধ্র; **ততঃ**—তারপর; **অনিলম্**—প্রাণবায়ু; **স্থানেষু**—যথাস্থানে; **ষটসু**—ছ'টি মৌলিক; **উন্নময়েৎ**—উত্তোলন করা কর্তব্য; **জিতক্লমঃ**—জাগতিক কামনা-বাসনার নিবৃত্তির দ্বারা।

অনুবাদ

এইভাবে মুনিরা ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিত হয়ে শাস্ত্রজ্ঞানের প্রভাবে বিষয় বাসনাসমূহ সমূলে বিনষ্ট করে পাদমূলের দ্বারা মূলাধারকে রুদ্ধ করেন, এবং প্রাণবায়ুকে ষট্ স্থানে উন্নীত করে তাঁদের জড় দেহ ত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

বহু দুরাত্মা দাবী করে যে, তাদের ব্রহ্মোপলব্ধি হয়েছে, অথচ তারা তাদের জড় বাসনাসমূহ জয় করতে অক্ষম। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৪) স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মভূত অবস্থায় আত্মা সব রকম জড় বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। জড় বাসনাসমূহ জীবের মিথ্যা অহঙ্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা প্রকাশ পায় জড়া প্রকৃতিকে জয় করার এবং প্রকৃতির পঞ্চ-মহাভূতের উপর আধিপত্য করার শিশুসুলভ ও অর্থহীন কার্যকলাপের মাধ্যমে। এই প্রকারের মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীব আণবিক শক্তি এবং যন্ত্রযানের মাধ্যমে অন্তরীক্ষ ভ্রমণের আবিষ্কারকারী জড় বিজ্ঞানের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস করে এবং জড় বিজ্ঞানের এই নগণ্য প্রগতির গর্বে গর্বিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়, যিনি এক নিমেষে মানুষের সমস্ত ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। ব্যবস্থিত আত্মা, বা ব্রহ্মভূত আত্মা, পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান বাসুদেব এবং তিনি (আত্ম উপলব্ধ পুরুষ) হচ্ছেন সেই পরম পূর্ণের বিভিন্ন অংশ। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর স্বরূপে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে অপ্রাকৃত সেব্য-সেবকের সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে সর্বতোভাবে তাঁকে সহযোগিতা করা। এই প্রকার আত্মোপলব্ধ ব্যক্তি জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করার অর্থহীন কার্যকলাপে লিপ্ত না হয়ে শাস্ত্রের মাধ্যমে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্বক সর্বতোভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন।

সিদ্ধ যোগী যোগ অভ্যাসের দ্বারা তাঁর প্রাণবায়ুকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করে নিম্নলিখিত উপায়ে দেহত্যাগ করেন। তিনি পাদমূলের দ্বারা মূলাধারকে রুদ্ধ করে ধীরে ধীরে প্রাণবায়ুকে ক্রমান্বয়ে নাভি, হৃদয়, বক্ষস্থল, তালুমূল, ভ্রূমধ্য এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে উন্নীত করে দেহত্যাগ করেন। এই যোগ পদ্ধতির দ্বারা প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করার যে প্রক্রিয়া, তা যান্ত্রিক এবং একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এটি দৈহিক কার্যকলাপের মাধ্যমে পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের চেষ্টা। পুরাকালে এই প্রকার অনুশীলন পরমার্থবাদীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, কেননা তখনকার দিনের জীবনধারা এবং মানুষের চরিত্র এই প্রচেষ্টার অনুকূল ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে, কলিযুগের প্রভাবে পরিবেশ এতই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে যে, এই প্রকার দৈহিক-ক্রিয়া যথাযথভাবে অনুশীলন করতে প্রায় সকলেই অক্ষম। এই যুগে মনকে একাগ্র করার সহজ পন্থা হচ্ছে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা, এবং প্রাণায়ামাদি যৌগিক প্রক্রিয়ার থেকে তার ফল অনেক বেশি কার্যকরী।

শ্লোক ২০

নাভ্যাং স্থিতং হৃদ্যধিরোপ্য তস্মা—
দুদানগত্যোরসি তং নয়েন্মুনিঃ।
ততোঽনুসন্ধায় ধিয়া মনস্বী
স্বতালুমূলং শনকৈর্ণয়েত ॥২০॥

নাভ্যাম্—নাভিতে ; **স্থিতম্**—অবস্থিত ; **হৃদি**—হৃদয়ে ; **অধিরোপ্য**—সংস্থাপন করে ; **তস্মাৎ**—সেখান থেকে ; **উদান**—উদান বায়ু ; **গত্য**—সবেগে ; **উরসি**—কণ্ঠের অধোদেশস্থিত বিশুদ্ধ চক্রে ; **তম্**—তারপর ; **নয়েৎ**—নিয়ে যাবেন ; **মুনিঃ**—ধ্যানপরায়ণ ভক্ত ; **ততঃ**—তাদের ; **অনুসন্ধায়**—অনুসন্ধান করার জন্য ; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা ; **মনস্বী**—ধ্যানপরায়ণ ; **স্বতালুমূলম্**—তালুমূলে ; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে ; **নয়েত**—আনতে পারেন।

অনুবাদ

ধ্যানপরায়ণ ভক্ত নাভি থেকে প্রাণবায়ুকে হৃদয়ে, তারপর সেখান থেকে কণ্ঠের অধোদেশস্থিত বিশুদ্ধ চক্রে নিয়ে যাবেন। তারপর জিতচিত্ত মুনি বুদ্ধির দ্বারা অনুসরণ করে তাকে ধীরে ধীরে তালুমূলে নিয়ে যাবেন।

তাৎপর্য

প্রাণবায়ুর গতির ছ'টি চক্র রয়েছে, এবং বুদ্ধিমান ভক্তিযোগীর বুদ্ধির দ্বারা ধ্যানস্থ চিতে সেই স্থানগুলির অনুসন্ধান করা উচিত। পূর্বোল্লিখিত চক্রগুলি হচ্ছে স্বধিষ্ঠান-চক্র, বা প্রাণ বায়ুর উৎস স্থল এবং তার উর্ধ্বে নাভিমূলে রয়েছে মণিপূরক-চক্র। ক্রমে ক্রমে হৃদয়ের যে স্থানকে অনুসন্ধান করে খুঁজে বের করা হয়, তাকে বলা হয় অনাহত-চক্র। তারও উর্ধ্বে তালুমূলে যখন তা স্থাপন করা হয়, তাকে বলে বিশুদ্ধি-চক্র।

শ্লোক ২১

তস্মাদ্ ভ্রুবোরন্তরমুন্নয়েত
নিরুদ্ধসপ্তায়তনোঽনপেক্ষঃ ॥
স্থিত্বা মুহূর্তার্ধমকুণ্ঠদৃষ্টিঃ
নির্ভিদ্য মূর্ধন্ বিসৃজেৎ পরং গতঃ ॥ ২১ ॥

শব্দার্থ

তস্মাৎ—সেখান থেকে ; **ভ্রুবোঃ**—ভ্রূদ্বয়ের ; **অন্তরম্**—মধ্যে ; **উন্নয়েত**—উন্নীত করবে ; **নিরুদ্ধ**—রোধ করে ; **সপ্ত**—সাত ; **আয়তনঃ**—প্রাণবায়ুর বহির্গমনের পথ ;

অনপেক্ষঃ—সব রকম জড় সুখভোগের বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে; **স্থিত্বা**—স্থাপন করে; **মুহূর্ত**—ক্ষণকাল; **অর্ধম্**—অর্ধ; **অকুণ্ঠ**—প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে; **দৃষ্টিঃ**—লক্ষ্য স্থির করে; **নির্ভিদ্য**—ভেদ করে; **মূর্ধন্**—ব্রহ্মরন্ধ্র; **বিসৃজেৎ**—দেহ ত্যাগ করা উচিত; **পরম্**—পরম; **গতঃ**—গিয়ে।

অনুবাদ

তারপর ভক্তিযোগী তাঁর প্রাণবায়ুকে ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যে চালিত করে প্রাণবায়ুর বহির্গমনের সাতটি পথ, অর্থাৎ শ্রোত্রদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয় ও মুখগহ্বর রুদ্ধ করে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে তাঁর লক্ষ্য স্থির করবেন। তিনি যদি সমস্ত জড় ভোগবাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হন, তাহলে তিনি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে সমস্ত জড় সম্পর্ক পরিত্যাগপূর্বক পরম গতি প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

সমস্ত জড় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পন্থা এখানে বর্ণিত হয়েছে। তার শর্তটি হচ্ছে এই যে আমাদের সম্পূর্ণরূপে জড় ভোগ-বাসনা থেকে মুক্ত হতে হবে। আয়ুষ্কাল এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার জড় ভোগ রয়েছে। সব চাইতে দীর্ঘ আয়ু সমন্বিত সর্বোচ্চ স্তরের ইন্দ্রিয় সুখভোগের কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২০) উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সে সবই জড় ভোগ, এবং মানুষের বোঝা উচিত যে জড় ভোগের জন্য এই প্রকার দীর্ঘ আয়ুর কোন প্রয়োজন নেই, এমনকি ব্রহ্মলোকেও। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, এবং কোন অবস্থাতেই কোন প্রকার জড়জাগতিক সুযোগ সুবিধার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। ভগবদ্গীতায় (২/৫৯) উল্লেখ করা হয়েছে যে, জড়ের প্রতি এই প্রকার অনাসক্তি জীবনের পরম স্তরে উন্নীত হওয়ার মাধ্যমেই কেবল সম্ভব। *পরম্ দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*। পরা-প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত না হলে জড়া প্রকৃতির আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। চিন্ময় জীবন সর্বপ্রকার বৈচিত্র্যরহিত বলে যে একশ্রেণীর নির্বিশেষবাদী প্রচার করে থাকে তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, এবং তার ফলে জীব জড়া প্রকৃতির ভোগের প্রতি অধিক থেকে অধিকতর আসক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে, অল্প জ্ঞানসম্পন্ন মানুষদের *পরম* সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই; যদিও তারা ব্রহ্মোপলব্ধির স্তর প্রাপ্ত হয়েছে বলে গর্ব করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা জড়া প্রকৃতির আকর্ষণেই আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এই প্রকার স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এই শ্লোকে বর্ণিত *পরম* সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, এবং তাই তারা *পরম ধাম* প্রাপ্ত হতে পারে না। ভক্তরা চিজ্জগত, পরমেশ্বর ভগবান এবং অন্তহীন বৈকুণ্ঠলোক সমন্বিত তাঁর ধামে তাঁর চিন্ময় সঙ্গ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত। এখানে *অকুণ্ঠ-দৃষ্টিঃ* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। অকুণ্ঠ এবং বৈকুণ্ঠ শব্দ দুটি একই অর্থব্যঞ্জক, এবং যাঁর দৃষ্টি চিজ্জগতে সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ হয়েছে এবং যিনি ভগবানের সঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তিনিই কেবল সব রকম

জড়জাগতিক সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারেন, এমনকি এই জড় জগতে অবস্থান কালেও। এই *পরম* এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত *পরম ধাম* শব্দ দু'টি একই অর্থব্যঞ্জক। যিনি *পরম ধাম* প্রাপ্ত হন, তিনি আর এই জড় জগতে ফিরে আসেন না। এই জড় জগতের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েও সেই *পরম ধাম* লাভ করা সম্ভব নয়।

নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয় এবং মুখগহ্বর আদি সাতটি রন্ধ্রের মাধ্যমে প্রাণ বায়ু নির্গত হয়। সাধারণ মানুষদের বেলায় সাধারণত তা মুখগহ্বর দিয়ে বহির্গত হয়। কিন্তু পূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাণবায়ুকে নিজের ইচ্ছাক্রমে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম যোগী সাধারণত ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে প্রাণবায়ুকে দেহ থেকে মুক্ত করেন। তাই যোগী উপরোক্ত সাতটি রন্ধ্রকে রুদ্ধ করেন, যাতে স্বাভাবিকভাবেই প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করতে পারে। এটি মহান ভক্তের পক্ষে সব রকম জড়জাগতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার নিশ্চিত লক্ষণ।

শ্লোক ২২

যদি প্রয়াস্যন্ নৃপ পারমেষ্ঠ্যং
বৈহায়সানামুত যদ্বিহারম্।
অষ্টাধিপত্যং গুণসন্নিবায়ে
সহৈব গচ্ছেন্মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ ॥ ২২ ॥

যদি—যদিও ; **প্রয়াস্যন্**—বাসনা পোষণ ; **নৃপ**—হে রাজন্ ; **পারমেষ্ঠ্যম্**— ব্রহ্মপদ ; **বৈহায়সানাম্**—বৈহায়স নামক জীবদের ; **উত**—বলা হয় ; **যৎ**—যা ; **বিহারম্**—উপভোগের স্থান ; **অষ্ট-আধিপত্যম্**—অষ্টসিদ্ধি ; **গুণসন্নিবায়ে**—ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে ; **সহ**—সহিত ; **এব**—নিশ্চিতভাবে ; **গচ্ছেৎ**—গমন করে ; **মনসা**—মনসহ ; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ ; **চ**—ও।

অনুবাদ

হে রাজন্, যোগীর যদি ব্রহ্মপদ, অষ্টসিদ্ধি, অথবা বৈহায়সদের সঙ্গে অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করার বাসনাদি জড়ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তা হলে তিনি দেহত্যাগের সময় মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে ত্যাগ না করে সেগুলি সহ সেই সেই লোকে ভোগার্থে গমন করবেন।

তাৎপর্য

উচ্চতর লোকে জড় সুখভোগের সুযোগ-সুবিধা নিম্নতর লোকগুলির থেকে শত-সহস্র গুণ অধিক। সর্বোচ্চলোকে রয়েছে ব্রহ্মলোক, ধ্রুবলোক ইত্যাদি, এবং সে সবই মহর্লোকের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। সেই সমস্ত লোকের অধিবাসীরা সকলেই অষ্টসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁদের যোগসিদ্ধির জন্য কোনরকম অলৌকিক প্রক্রিয়া শিখতে হয় না এবং অণুর মতো ক্ষুদ্র হওয়া (অণিমা) বা লঘু থেকে লঘুতর হওয়া (লঘিমা) আদি

সিদ্ধিলাভের জন্য কোনরকম অনুশীলন করতে হয় না। তাঁরা ইচ্ছামতো যে কোন স্থান থেকে যা ইচ্ছা তাই প্রাপ্ত হতে পারেন (প্রাপ্তি সিদ্ধি), তাঁরা সবচাইতে ভারী বস্তুর থেকেও ভারী হতে পারেন (গরিমা সিদ্ধি), তাঁরা তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে অদ্ভুত সবকিছু সৃষ্টি করতে পারেন অথবা ধ্বংস করতে পারেন (ঈশিত্ব সিদ্ধি), তাঁরা সমস্ত জড় উপাদানগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন (বশিত্ব সিদ্ধি), তাঁদের সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করার এবং কখনো নিরাশ না হওয়ার শক্তি রয়েছে (প্রাকাম্য সিদ্ধি), অথবা তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে তাঁরা এমনকি খামখেয়ালী বশে যে কোন রূপ ধারণ করতে পারেন (কামাবসায়িতা সিদ্ধি)। এই সমস্ত ক্ষমতাগুলি উচ্চতর লোকের অধিবাসীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান। অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করার জন্য তাঁদের কোনরকম যান্ত্রিক সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, এবং তাঁরা তাঁদের ইচ্ছামতো এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে নিমেষের মধ্যে ভ্রমণ করতে পারেন। পৃথিবীর অধিবাসীরা সবচাইতে কাছের গ্রহটিতেও অন্তরীক্ষ যানের যান্ত্রিক সাহায্য ব্যতীত যেতে পারেন না, কিন্তু এই সমস্ত উচ্চতর লোকের অত্যন্ত দক্ষ অধিবাসীরা অনায়াসে সব কিছু করতে পারেন।

জড়বাদীরা যেহেতু স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত গ্রহে প্রকৃতপক্ষে কি হচ্ছে তা জানতে চায়, তাই তারা ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু প্রত্যক্ষ করতে চায়। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা যেমন সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়, তেমনই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন পরমার্থবাদীরাও সেই সমস্ত গ্রহগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনে অভিলাষী, যেগুলি সম্বন্ধে তারা অনেক আশ্চর্যজনক কথা শুনেছে। যোগীরা অনায়াসে তাদের বর্তমান জড় মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহসহ সে সমস্ত স্থানে গিয়ে তাদের বাসনা চরিতার্থ করতে পারেন। জড় চেতনার দ্বারা প্রভাবিত মনের প্রধান বাসনা হচ্ছে জড় জগৎ ভোগ করা এবং পূর্বে যে সমস্ত সিদ্ধিগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি জড় জগতকে ভোগ করার বিভিন্ন উপায়। ভগবদ্ভক্তরা কখনো অলীক এবং অনিত্য বস্তুর উপর আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা করেন না। পক্ষান্তরে, ভগবদ্ভক্ত পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে চান। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার বাসনা চিন্ময় বা পারমার্থিক, এবং উচ্চ জগতে প্রবেশ করতে হলে অবশ্যই মন এবং ইন্দ্রিয়কে পবিত্র করতে হবে। জড় বিষয়াসক্ত মনের দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোকে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায় না। ইন্দ্রিয়সমূহ চিন্ময়রূপে পবিত্র হয়, যখন সেগুলি আর ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টায় লিপ্ত হয় না। ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয়, এবং তারা যখন সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়, তখন তাদের আর জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ২৩

যোগেশ্বরাণাং গতিমাহুরন্ত—
বহিস্ত্রিলোক্যাঃ পবনান্তরাত্মনাম্।

ন কর্মভিস্তাং গতিমাপ্নুবন্তি
বিদ্যাতপোযোগসমাধিভাজাম্ ॥ ২৩ ॥

যোগেশ্বরাণাম্—শ্রেষ্ঠ যোগী এবং মহান্ ভক্তদের ; **গতিম্**—গন্তব্য স্থল ; **আহুঃ**—বলা হয় ; **অন্তঃ**—অন্তরে ; **বহিঃ**—বাহিরে ; **ত্রিলোক্যাঃ**—ত্রিভুবনের ; **পবন-অন্তঃ**—পবনের অন্তরে ; **আত্মনাম্**—সূক্ষ্ম দেহের ; **ন**—কখনই না ; **কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের দ্বারা ; **তাম্**—তা ; **গতিম্**—বেগ ; **আপ্নুবন্তি**—প্রাপ্ত হয় ; **বিদ্যা**—ভগবদ্ভক্তি ; **তপঃ**—তপশ্চর্যা ; **যোগ**—যোগ শক্তি ; **সমাধি**—জ্ঞান ; **ভাজাম্**—ভজনকারীদের।

অনুবাদ

পরমার্থবাদীরা চিন্ময় শরীর লাভের প্রয়াসী। ভগবদ্ভক্তি, তপশ্চর্যা, যোগ এবং দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে তাদের গতি জড় জগতের অন্তরে এবং বাহিরে অপ্রতিহত। সকাম কর্মীরা, অথবা জড়বাদীরা কখনোই সেই প্রকার অপ্রতিহত গতিতে গমনাগমন করতে পারে না।

তাৎপর্য

যন্ত্রযানের সাহায্যে জড় বৈজ্ঞানিকদের অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার প্রচেষ্টা কেবল একটি ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। পুণ্যকর্মের প্রভাবে যদিও মানুষ স্বর্গলোকে যেতে পারে, কিন্তু এই প্রকার স্থূল অথবা সূক্ষ্ম যান্ত্রিক অথবা জাগতিক প্রয়াসের মাধ্যমে স্বর্গলোক বা জনলোকের ঊর্ধ্বে তারা যেতে পারে না। পরমার্থবাদীরা, যাঁরা স্থূল জড়দেহের প্রভাব থেকে মুক্ত, তাঁরা এই জড় জগতের ভিতরে এবং বাহিরে সর্বত্র গমনাগমন করতে পারেন। জড় জগতের মধ্যে তাঁরা মহর্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোকের সর্বত্র এবং জড় জগতের ঊর্ধ্বে বৈকুণ্ঠলোকসমূহে অপ্রতিহতভাবে বিচরণ করতে পারেন। এই ধরনের অপ্রাকৃত মহাকাশচারীর এক দৃষ্টান্ত হচ্ছেন নারদ মুনি, এবং দুর্বাসা মুনি হচ্ছেন এই ধরনের একজন যোগী। ভগবদ্ভক্তি, তপশ্চর্যা, যোগসিদ্ধি এবং দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে সকলেই নারদ মুনি অথবা দুর্বাসা মুনির মতো বিচরণ করতে পারেন। কথিত আছে, দুর্বাসা মুনি মাত্র এক বছরের মধ্যে সমগ্র জড় জগৎ এবং চিন্ময় জগতের কিয়দংশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। স্থূল অথবা সূক্ষ্ম জড়বাদীরা কখনই পরমার্থবাদীদের গতি লাভ করতে পারবে না।

শ্লোক ২৪

বৈশ্বানরং যাতি বিহায়সা গতঃ
সুষুম্নয়া ব্রহ্মপথেন শোচিষা।
বিধূতকল্কোঽথ হরেরুদস্তাৎ
প্রয়তি চক্রং নৃপ শৈশুমারম্ ॥ ২৪ ॥

বৈশ্বানরম্—অগ্নির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা; **যাতি**—যায়; **বিহায়সা**—আকাশ পথে (ছায়াপথ); **গতঃ**—গমন করে; **সুষুম্নয়া**—সুষুম্নার দ্বারা; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মলোক; **পথেন**—পথে; **শোচিষা**—জ্যোর্তিময়ী; **বিধূত**—ধৌত; **কল্কঃ**—কলুষ; **অথ**—তারপর; **হরেঃ**—শ্রীহরির; **উদস্তাৎ**—উর্ধ্বমুখী; **প্রয়তি**—গমন করে; **চক্রম্**—চক্র; **নৃপ**—হে রাজন্; **শৈশুমারম্**—শিশুমার নামক।

অনুবাদ

হে রাজন্, এই প্রকার যোগীরা প্রথমে ছায়াপথে ব্রহ্মলোকের মার্গস্বরূপ জ্যোতির্ময়ী সুষুম্না নাড়ীর যোগে অগ্নির দেবতা বৈশ্বানর লোকে যান। এখানে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে কলুষ-বিধৌত হয়ে আরও উর্ধ্বে শিশুমার চক্রে যান, যেখানে তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সঙ্গে সম্পর্ক লাভ করেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের ধ্রুব নক্ষত্র এবং তার চতুর্পার্শ্বস্থ চক্রকে বলা হয় শিশুমার চক্র, যেখানে পরমেশ্বর ভগবানের (ক্ষীরোদক্শায়ী বিষ্ণুর) বাসস্থান অবস্থিত। সেখানে যাওয়ার পূর্বে যোগীরা ব্রহ্মলোকে যাওয়ার পথে ছায়াপথ অতিক্রম করেন এবং পথে প্রথমে বৈশ্বানরলোকে গমন করেন, যেখানে অগ্নির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা বিরাজ করেন। এই লোকে যোগীরা জড় জগতের সংসর্গজনিত সমস্ত কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হন। এখানে আকাশমার্গে ছায়াপথকে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক ব্রহ্মলোকে যাওয়ার পথ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৫

তদ্বিশ্বনাভিং ত্বতিবর্ত্য বিষ্ণো—
রণীয়সা বিরজেনাত্মনৈকঃ।
নমস্কৃতং ব্রহ্মবিদামুপৈতি
কল্পায়ুষো যদ্বিবুধা রমন্তে ॥ ২৫ ॥

তৎ—তা; **বিশ্ব-নাভিম্**—বিশ্বেশ্বরের নাভি; **তু**—কিন্তু; **অতিবর্ত্য**—অতিক্রম করে; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **অণীয়সা**—যোগসিদ্ধির ফলে; **বিরজেন**—নিষ্কলুষের দ্বারা; **আত্মনা**—জীবের দ্বারা; **একঃ**—কেবল; **নমস্কৃতম্**—পূজনীয়; **ব্রহ্ম-বিদাম্**—যাঁরা পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন; **উপৈতি**—প্রাপ্ত হন; **কল্পায়ুষঃ**—৪,৩০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর; **যৎ**—স্থান; **বিধুবাঃ**—আত্মজ্ঞানী পুরুষেরা; **রমন্তে**—উপভোগ করেন।

অনুবাদ

এই শিশুমার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু, এবং তাকে বলা হয় শ্রীবিষ্ণুর (গর্ভোদক্শায়ী বিষ্ণুর) নাভি। যোগীরাই কেবল শিশুমার চক্র অতিক্রম করে

মহর্লোক প্রাপ্ত হন যেখানে ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিরা ৪,৩০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর ব্যাপী দীর্ঘায়ু উপভোগ করেন। এই গ্রহলোকটি আধ্যাত্মিক স্তরে অধিষ্ঠিত ঋষিদেরও পূজ্য।

শ্লোক ২৬

অথো অনন্তস্য মুখানলেন
দন্দহ্যমানং স নিরীক্ষ্য বিশ্বম্।
নির্যাতি সিদ্ধেশ্বর যুষ্টধিষ্ণ্যং
যদ্দ্বৈপরার্দ্ধ্যং তদু পারমেষ্ঠ্যম্ ॥ ২৬ ॥

অথো—অনন্তর; **অনন্তস্য**—ভগবানের বিশ্রামস্থল অনন্তরূপ অবতারের; **মুখানলেন**—তাঁর মুখাগ্নির দ্বারা; **দন্দহ্যমানম্**—ভস্মীভূত; **সঃ**—তিনি; **নিরীক্ষ্য**—তা দর্শন করে; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **নির্যাতি**—বেরিয়ে যান; **সিদ্ধেশ্বর-জুষ্ট-ধিষ্ণ্যম্**—বিশুদ্ধ মহাত্মাদের বিমানে; **যৎ**—স্থান; **দ্বৈপরার্দ্ধ্যম্**—১,৫৪,৮০,০০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর; **তৎ**—তা; **উ**—মহৎ; **পারমেষ্ঠ্যম্**—ব্রহ্মার আলয় সত্যলোক।

অনুবাদ

কল্পান্তে যখন অনন্তদেবের মুখাগ্নির দ্বারা লোকত্রয় দগ্ধ হয়, তখন তিনি শুদ্ধ মহাত্মাদের বিমানে করে সত্যলোকে গমন করেন। সত্যলোকের আয়ুষ্কাল ১,৫৪,৮০,০০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশুদ্ধ মহাত্মাদের আবাস মহর্লোকের অধিবাসীদের আয়ুষ্কাল ৪,৩০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর। তাঁরা বিশেষ বিমানে চড়ে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ-লোক সত্যলোকে যেতে পারেন। এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে এখান থেকে বহু বহু দূরে অন্যান্য গ্রহ রয়েছে, যেখানে আমাদের বিমান এবং অন্তরীক্ষযানসমূহ কল্পনাতীত গতিতে ধাবিত হয়েও পৌঁছাতে পারবে না। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা শ্রীধর স্বামী, রামানুজাচার্য এবং বল্লভাচার্য প্রমুখ মহান্ আচার্যেরা স্বীকার করে গেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশেষভাবে শ্রীমদ্ভাগবতকে নির্মল বৈদিক প্রমাণ বলে স্বীকার করে গেছেন এবং সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন কোন মানুষই শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অগ্রাহ্য করতে পারেন না, বিশেষ করে যখন তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ তাঁর মহান্ পিতা বৈদিক শাস্ত্রসমূহের প্রণেতা শ্রীল ব্যাসদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্ণনা করেছেন। ভগবানের সৃষ্টিতে বহু আশ্চর্যজনক বিষয় রয়েছে, যা আমরা প্রত্যহ স্বচক্ষে দর্শন করতে পারি, অথচ জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে সেখানে পৌঁছাতে পারি না। তাই বিজ্ঞানের সীমিত গণ্ডীর অতীত যা কিছু তা সীমিত

জড় বিজ্ঞানের ভিত্তিতে জানবার চেষ্টা করা উচিত নয়। সাধারণ মানুষের কাছে আধুনিক বিজ্ঞান এবং বৈদিক জ্ঞান উভয়ই স্বীকার্য, কেননা তারা দুটি মতামতের কোনটিরই সত্যতা যাচাই করতে পারে না। তাই সাধারণ লোকের কাছে বিকল্প পন্থা হচ্ছে—হয় তাদের একটিকে গ্রহণ করা অথবা দুটিকেই গ্রহণ করা। তবে বৈদিক জ্ঞান অধিক প্রামাণিক, কেননা তা সেই সমস্ত মহান্ আচার্যদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে, যাঁরা কেবল শ্রদ্ধাবান এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিই নন, বদ্ধ জীবের সব কিছু ভ্রান্তি থেকেও সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা হচ্ছে বদ্ধ জীব, যাদের ভুল করার প্রবণতা রয়েছে; তাই শ্রীমদ্ভাগবত আদি বৈদিক শাস্ত্রের প্রামাণিকতা গ্রহণ করাই শ্রেয়, যা সমস্ত মহান্ আচার্যেরা স্বীকার করে গেছেন।

শ্লোক ২৭

ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যু—
র্নার্তিন চোদ্বেগ ঋতে কুতশ্চিত।
যচ্ছিত্ততোঽদঃ কৃপয়ানিদংবিদং
দুরন্তদুঃখপ্রভবানুদর্শনাৎ॥ ২৭॥

ন—কখনই না; **যত্র**—যেখানে; **শোকঃ**—শোক; **ন**—না; **জরা**—বার্ধক্য; **ন**—না; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **ন**—না; **আর্তিঃ**—বেদনা; **ন**—না; **চ**—ও; **উদ্বেগঃ**—উদ্বেগ; **ঋতে**—বিনা; **কুতশ্চিৎ**—কখনো কখনো; **যৎ**—যেহেতু; **চিৎ**—চেতনা; **ততঃ**—তাই; **অদঃ**—করুণা; **কৃপয়া**—আন্তরিক সহানুভূতির প্রভাবে; **অনিদম্-বিদম্**—ভগবদ্ভক্তির পন্থা সম্বন্ধে যারা অজ্ঞ; **দুরন্ত**—দুরতিক্রম্য; **দুঃখ**—দুর্দশা; **প্রভব**—সমৃদ্ধ; **অনুদর্শনাৎ**—অভিজ্ঞতার দ্বারা।

অনুবাদ

সত্যলোকে শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ, উদ্বেগ এই সমস্ত কিছুই নেই, কেবল চেতনা জনিত এক প্রকার দুঃখ রয়েছে। সেই দুঃখের কারণ এই যে, ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ জড় জগতের বদ্ধ জীবদের অশেষ দুঃখ দর্শন করে তাদের প্রতি তাঁদের করুণার উদ্রেক হয়।

তাৎপর্য

জড় বিষয়াসক্ত মূর্খ মানুষেরা প্রামাণিক জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করতে পারে না। বৈদিক জ্ঞান প্রামাণিক এবং তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অর্জন হয় না, পক্ষান্তরে তা মহাজন কর্তৃক প্রদত্ত বৈদিক শাস্ত্রের প্রামাণিক নির্দেশ। কেবল পুঁথিগত পাণ্ডিত্য অর্জন করার মাধ্যমে বেদের নির্দেশ উপলব্ধি করা যায় না, তা লাভ করতে হয় গুরু-পরম্পরার ধারায় বৈদিক জ্ঞান লাভ করেছেন যে তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তাঁর শরণাগত হওয়ার মাধ্যমে, যে কথা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/২) স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তিনি যে জ্ঞান দান করেছেন তা পূর্বে তিনি সূর্যদেব বিবস্বানকে দান করেছিলেন, এবং বিবস্বান তাঁর পুত্র মনুকে সেই জ্ঞান দান করেন এবং মনু মহারাজ ইক্ষ্বাকুকে (শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব পুরুষ) সেই জ্ঞান দান করেন। এইভাবে মহর্ষিদের মাধ্যমে পরম্পরা-ধারায় সেই জ্ঞান প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু কাল-প্রভাবে সেই পরম্পরা ছিন্ন হয়, এবং তাই সেই জ্ঞানের প্রকৃত মর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য ভগবান তা পুনরায় অর্জুনের কাছে বিশ্লেষণ করেছিলেন, কেননা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে অর্জুন ছিলেন সেই জ্ঞান লাভের উপযুক্ত পাত্র। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মর্মার্থ অর্জুন যেভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন তা ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু মূর্খ মানুষেরা অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবদ্গীতার মমার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে চায় না। পক্ষান্তরে তারা তাদের মনগড়া অর্থ বিশ্লেষণ করে, যা তাদের মূর্খতারই পরিচায়ক, এবং তার ফলে প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার পথে সেগুলি এক-একটি বিরাট প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে তারা তাদের অনুসরণকারীদের, যারা হচ্ছে অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন বা শূদ্র, তাদের বিপথগামী করে। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে হলে সর্ব প্রথমে ব্রাহ্মণ হতে হবে। যেমন আইন পরীক্ষায় পাশ করে উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত কেউ আইনজ্ঞ হতে পারে না, ঠিক তেমনি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন না করে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এই প্রকার কঠোরতা পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য নয়, পক্ষান্তরে এই বিশেষ জ্ঞানটি যাতে অযোগ্য ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপে কলুষিত না হয় সেই জন্য। যারা গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ নয় তারা বৈদিক জ্ঞানের কদর্থ করে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হচ্ছেন তিনি, যিনি সদ্গুরুর নির্দেশনায় যথাযথ ভাবে পারমার্থিক শিক্ষা লাভ করেছেন।

বৈদিক জ্ঞান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে এবং আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে আমাদের পরিচালিত করে। কিন্তু জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা তা বুঝতে পারে না। তারা এমন একটি স্থানে সুখী হওয়ার পরিকল্পনা করে, যেখানে কোনরকম সুখ নেই। সুখ ভোগের ভ্রান্ত প্রচেষ্টায় তারা বৈদিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অথবা অন্তরীক্ষযানের সাহায্যে অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, দুঃখের আলয়ে সুখভোগের জন্য যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, তাদের সে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। কেননা চরমে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত উপকরণসহ একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন জড়বাদীদের সুখভোগের সমস্ত পরিকল্পনা স্বাভাবিকভাবেই শেষ হয়ে যাবে। তাই বুদ্ধিমান মানুষেরা স্বীয় আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন। এই প্রকার বুদ্ধিমান মানুষেরা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি সমন্বিত জড় জগতের সব রকম দুঃখ অতিক্রম করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সুখী, কেননা, তাঁর কোন রকম জড়জাগতিক

উদ্বেগ নেই। কিন্তু সমস্ত জীবের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক করুণা এবং সহানুভূতির ফলে বিষয়াসক্ত মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তিনি দুঃখ অনুভব করেন এবং তাই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেসেই সমস্ত বিষয়াসক্ত মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁরা এখানে আসেন। সমস্ত আচার্যেরা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার শিক্ষা প্রচার করেন, এবং তাঁরা সাধারণ মানুষদের এই বলে সতর্ক করে দেন যে, এই দুঃখের আলয়ে, যেখানে সুখ কেবল আকাশ-কুসুম মাত্র, সেখানে সুখী হওয়ার ভ্রান্ত পরিকল্পনা না করতে।

শ্লোক ২৮

ততো বিশেষং প্রতিপদ্য নির্ভয়—
স্তেনাত্মনাপোঽনলমূর্তিরত্বরণ্।
জ্যোতির্ময়ো বায়ুমুপেত্য কালে
বায়্বাত্মনা খং বৃহদাত্মলিঙ্গম্ ॥ ২৮ ॥

ততঃ—তারপর ; **বিশেষম্**—বিশেষভাবে ;**প্রতিপদ্য**—প্রাপ্ত হয়ে ; **নির্ভয়ঃ**— শঙ্কা শূন্য হয়ে ; **তেন**—তার দ্বারা ; **আত্মনা**—শুদ্ধ সত্তা ; **আপঃ**—জল ; **অনল**—আগুন ; **মূর্তিঃ**— রূপ ; **অত্বরণ্**—অতিক্রম করে ; **জ্যোতির্ময়ঃ**—জ্যোতির্ময় ; **বায়ুম্**—বায়ু ; **আত্মনা**— আত্মার দ্বারা ; **খম্**—আকাশ ; **বৃহৎ**—বৃহৎ ; **আত্মলিঙ্গম্**—আত্মার প্রকৃত রূপ।

অনুবাদ

সত্যলোক প্রাপ্ত হওয়ার পর ভক্ত নির্ভীকভাবে বাহ্যত স্থূলদেহসদৃশ একটি সূক্ষ্ম দেহে প্রবেশ করেন এবং ক্রমান্বয়ে মৃত্তিকাত্ব থেকে জলমূর্তি প্রাপ্ত হন এবং তারপর জ্যোতির্ময় মূর্তি এবং বায়বীয় মূর্তি প্রাপ্ত হন, এবং অবশেষে আকাশ রূপ প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের প্রভাবে যিনি ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক প্রাপ্ত হন, তিনি তিন প্রকার সিদ্ধিলাভ করেন। যিনি পুণ্য কর্মের প্রভাবে উচ্চতর লোকে উন্নীত হন, তিনি তাঁর পুণ্যের মাত্রা অনুসারে সেই গ্রহলোক প্রাপ্ত হন। যিনি ভগবানের বিরাটরূপ বা হিরণ্যগর্ভের আরাধনার ফলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তিনি ব্রহ্মার মুক্তির সময় মুক্ত হন। কিন্তু যিনি ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে ঊর্ধ্বলোকে গমন করেন, যে কথা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন আবরণগুলি অতিক্রম করে পরমধামে তাঁর প্রকৃত চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলি একত্রে গুচ্ছিভূতভাবে রয়েছে, এবং তাদের প্রতিটি সপ্ত আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত। সেই সপ্ত আবরণের বহির্ভাগে রয়েছে

জল, এবং প্রতিটি আবরণ পূর্ববর্তী আবরণটি থেকে দশগুণ প্রসারিত। পরমেশ্বর ভগবান যিনি তাঁর নিশ্বাসের দ্বারা এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলির সৃষ্টি করেন তিনি গুচ্ছিভূত ব্রহ্মাণ্ডের উর্ধ্বে শায়িত অবস্থায় আছেন। কারণ সমুদ্রের জল ব্রহ্মাণ্ডের আবরণের জল থেকে ভিন্ন। ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ রূপ যে জল তা জড়, কিন্তু কারণ সমুদ্রের জল চিন্ময়। এখানে যে জলীয় আবরণের কথা বলা হয়েছে তা সমস্ত জীবের অহঙ্কারের আবরণ বলে বিবেচনা করা হয়, এবং একে একে জড় আবরণ থেকে ক্রম-মুক্তির যে উল্লেখ এখানে করা হয়েছে তা স্থূল জড়দেহের অহঙ্কার থেকে মুক্তি, এবং তারপর সূক্ষ্ম শরীরের অনুভূতি এবং অবশেষে ভগবদ্ধামে শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্তি।

শ্রীল ধর স্বামী বলেছেন যে, জড়া প্রকৃতির একটি অংশ ভগবান কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে মহত্তত্ত্ব নামে পরিচিত হয়। মহত্তত্ত্বের একটি অংশ হচ্ছে অহঙ্কার। অহঙ্কারের একটি অংশ শব্দ, এবং শব্দের একটি অংশ বায়ু। বায়ুর একটি অংশ পর্যবসিত হয় রূপে এবং রূপ থেকে তড়িৎ শক্তি বা তাপের উদ্ভব হয়। তাপ থেকে পৃথিবীর গন্ধ এবং এই গন্ধ থেকে স্থূল পৃথিবীর প্রকাশ হয়, এবং এই সমস্তই একত্রে সৃষ্টি-তত্ত্ব। সৃষ্টির ব্যাস চারশ কোটি মাইল। তারপর ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ শুরু হয়। প্রথম আবরণটি আটকোটি মাইল, এবং তার পরবর্তী আবরণগুলি যথাক্রমে, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ পূর্ববর্তী আবরণগুলি থেকে দশগুণ অধিক প্রসারিত। ভগবানের নির্ভীক ভক্ত সেই সমস্ত আবরণগুলি অতিক্রম করে অবশেষে পরম স্তর প্রাপ্ত হন যেখানে সব কিছুই চিন্ময়। তারপর ভক্ত বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করে ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্ত হয়ে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। সেইটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির চরম সিদ্ধি। সিদ্ধ যোগীর পক্ষে তার উর্ধ্বে আর কোন কামনা অথবা প্রাপ্য নেই।

শ্লোক ২৯

ঘ্রাণেন গন্ধং রসনেন বৈ রসং
রূপঞ্চ দৃষ্ট্যা শ্বসনং ত্বচৈব।
শ্রোত্রেণ চোপেত্য নভোগুণত্বং
প্রাণেন চাকূতিমুপৈতি যোগী ॥ ২৯ ॥

ঘ্রাণেন—ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা; গন্ধম্—গন্ধ; রসনেন—রসনার দ্বারা; বৈ—সঠিকভাবে; রসম্—রস; রূপম্—রূপ; চ—ও; দৃষ্ট্যা—দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা; শ্বসনম্—স্পর্শ; ত্বচা—ত্বক; এব—ঠিক যেমন; শ্রোত্রেণ—শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা; চ—ও; উপেত্য—লাভ করে; নভঃ-গুণত্বম্—আকাশের গুণ থেকে; প্রাণেন—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; চ—ও; আকূতিম্—জড় ক্রিয়া; উপৈতি—লাভ করে; যোগী—ভক্ত।

অনুবাদ

এইভাবে ভক্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য গন্ধ, রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য রস, চক্ষুর গ্রাহ্য রূপ, ত্বকের

গ্রাহ্য স্পর্শ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য আকাশের গুণ শব্দ, কর্মেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য জড় ক্রিয়া আদি বিষয় সমূহকে অতিক্রম করেন।

তাৎপর্য

আকাশের উপরে ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম আবরণগুলি রয়েছে। স্থূল আবরণগুলি প্রকৃতির উপাদানগুলির সূক্ষ্ম কারণাত্মক প্রকাশ। তাই যোগী বা ভক্ত স্থূল উপাদানগুলির বিনাশ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ঘ্রাণ, দর্শন ইত্যাদি সূক্ষ্ম কারণগুলিও প্রত্যাহার করেন। শুদ্ধ চিৎকণ জীবাত্মা এইভাবে সম্পূর্ণ রূপে সবরকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন।

শ্লোক ৩০

স ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষং
মনোময়ং দেবময়ং বিকার্যম্।
সংসাদ্য গত্যা সহতেন যাতি
বিজ্ঞানতত্ত্বং গুণসন্নিরোধম্ ॥ ৩০ ॥

সঃ—তিনি (ভক্ত); **ভূত**—স্থূল; **সূক্ষ্ম**—সূক্ষ্ম; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **সন্নিকর্ষম**—প্রশমিত করার স্তরে; **মনঃ-ময়ম্**—মানসিক স্তরে; **দেবময়ম্**—সত্ত্বগুণে; **বিকার্যম্**—অহঙ্কারাত্মক; **সংসাদ্য**—অতিক্রম করে; **গত্যা**—উন্নতি সাধনের দ্বারা; **সহ**—সহিত; **তেন**—তাদের দ্বারা; **যাতি**—গমন করে; **বিজ্ঞান**—বিশুদ্ধ জ্ঞান; **তত্ত্বম্**—সত্য; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণ; **সন্নিরোধম্**—সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করে।

অনুবাদ

এইভাবে ভক্ত স্থূলভূত, সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয়সমূহের লয় স্থান এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার প্রাপ্ত হয়ে সেই অহঙ্কারের সঙ্গে বিজ্ঞান তত্ত্ব বা মহৎ তত্ত্বে গমন করেন, এবং তারপর তিনি শুদ্ধ আত্ম-উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হন।

তাৎপর্য

পূর্বে আমরা কয়েকবার আলোচনা করেছি যে শুদ্ধ আত্মতত্ত্বজ্ঞান হচ্ছে নিজেকে ভগবানের নিত্যদাসরূপে জানবার শুদ্ধ চেতনা। এইভাবে জীব ভগবানের প্রেমময়ী সেবার প্রকৃত স্তরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, যা স্পষ্টভাবে পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে। ভগবানের কাছে কোন কিছু প্রত্যাশা না করে তাঁর প্রেমময়ী সেবার যে অপ্রাকৃত স্তর, তা লাভ করা যায় যখন জড় ইন্দ্রিয়গুলি কলুষমুক্ত হয়ে তাদের স্বাভাবিক শুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এখানে যৌগিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলিকে কলুষমুক্ত করার পন্থা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি তমোগুণে লয় প্রাপ্ত হয়। মন সত্ত্বগুণজাত এবং তাই তাকে বলা হয় দেবময় বা দিব্য। পূর্ণরূপে নিজেকে ভগবানের সেবকরূপে

উপলব্ধি করার মাধ্যমে মনের পবিত্রীকরণ সম্ভব হয়। তাই সত্ত্বগুণের স্তর প্রাপ্ত হলেও জড় গুণের স্তরেই আবদ্ধ থাকা হয়। এই জড় সত্ত্ব গুণের স্তরও অতিক্রম করতে হবে এবং বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা বাসুদেব সত্ত্বের স্তরে উন্নীত হতে হবে। এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব ভগবানের ধামে প্রবেশ করতে সাহায্য করে।

এই সম্পর্কে আমাদের মনে রাখতে হবে যে পূর্বোল্লিখিত উপায়ে ভক্তের যে ক্রমোন্নতির পন্থা, তা প্রামাণিক হলেও বর্তমান যুগের পক্ষে কার্যকরী নয়। কেননা এই যুগের মানুষেরা যোগের প্রকৃত পন্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ। পেশাদারী কতগুলি ভণ্ড যে তথাকথিত যোগের শিক্ষা দিচ্ছে, তা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কার্যকরী হলেও পারমার্থিক উন্নতি সাধনে কোনরকম সাহায্য করে না। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে, যখন মানব সমাজ যথাযথভাবে বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করত, তখন এই যোগের পন্থা সকলের কাছে স্বাভাবিক ছিল। কেননা সকলে, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা, গৃহ থেকে বহু দূরে সদ্‌গুরুর আশ্রমে ব্রহ্মচর্য পালন করার মাধ্যমে এই অপ্রাকৃত প্রক্রিয়াটি অনুশীলনের শিক্ষা লাভ করতেন। কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষেরা যথাযথভাবে এই পন্থাটি হৃদয়ঙ্গম করে তা অনুশীলনে অক্ষম।

তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আধুনিক যুগের মানুষদের জন্য ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের পন্থাটি অত্যন্ত সরল করে দিয়ে গেছেন। অনুশীলনের প্রক্রিয়া ভিন্ন হলেও চরমে ফলটি কিন্তু অভিন্ন। প্রধান বিষয়টি হচ্ছে ভক্তিযোগের চরম গুরুত্ব সম্বন্ধে হৃদয়ঙ্গম করা। বিভিন্ন প্রজাতিতে জীব তার পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ বিভিন্ন প্রকার বদ্ধদশা প্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু তার বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপ সম্পাদন করতে কেউ যখন ভক্তিযোগের সম্পদ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এবং সদ্‌গুরুর কৃপায় ভগবদ্ভক্তির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। ভগবানের কৃপায় নিষ্ঠাবান জীব ভগবানের প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ পান। সেই সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুশীলনের ফলে জীব ভগবদ্ভক্তির বীজ প্রাপ্ত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে ভগবদ্ভক্ত যেন ভক্তিলতার সেই বীজ তাঁর হৃদয়রূপ ভূমিতে রোপণ করেন এবং ভগবানের দিব্য নাম, যশ ইত্যাদির শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে সেই বীজটিতে জল সিঞ্চন করেন। নিরপরাধে ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ এবং কীর্তন করার ফলে অচিরেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

ভগবানের নাম গ্রহণের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরটি হচ্ছে অপরাধযুক্ত হয়ে ভগবানের দিব্য নাম করা, দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে নামাভাসের স্তর, এবং তৃতীয় স্তরটি শুদ্ধ নাম গ্রহণের স্তর। দ্বিতীয় স্তরটিতেই, অর্থাৎ অপরাধ যুক্ত এবং অপরাধ মুক্ত স্তরের মধ্যবর্তী নামাভাসের মাধ্যমে আপনা থেকেই জড় জগতের বন্ধন মুক্তির স্তর লাভ হয়। আর নিরপরাধে ভগবানের নাম গ্রহণের ফলে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তার দেহটি তখনও জড় জগতে বিরাজ করে। অপরাধমুক্ত স্তর লাভ করতে হলে নিম্নলিখিত উপায়ে সচেতন থাকতে হবে।

শ্রবণ-কীর্তন বলতে কেবল রাম, কৃষ্ণ, আদি ভগবানের নাম (অথবা ষোল নাম সমন্বিত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে) শ্রবণ এবং কীর্তনই নয়, পক্ষান্তরে ভক্তসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতও পাঠ করতে এবং শ্রবণ করতে হবে। ভক্তিযোগের প্রাথমিক অনুশীলনের ফলে হৃদয়ে ভক্তিলতার বীজটি অঙ্কুরিত হবে, এবং উপরোক্ত পন্থায় নিয়মিতভাবে জল সেচনের ফলে ভক্তিলতাটি বর্ধিত হতে থাকবে। যথাযথ ভাবে সেই লতাটি লালন পালনের ফলে তা বর্ধিত হয়ে অবশেষে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে, যা আমরা পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে শুনেছি, জ্যোতির্ময়ী চিদাকাশ ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হবে এবং ক্রমে ক্রমে আরও বর্ধিত হয়ে তা চিদাকাশে যেখানে বৈকুণ্ঠলোক নামক অসংখ্য চিন্ময় গ্রহ রয়েছে সেখানে প্রবেশ করবে। তারও ঊর্ধ্বে রয়েছে কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবন, যেখানে সেই ভক্তিলতাটি আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করবে। কেউ যখন গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করেন, তখন শ্রবণ, কীর্তনরূপ জল-সিঞ্চনের পন্থা, এবং ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের শুদ্ধ ভক্তি ফলপ্রসূ হয়, এবং ভগবৎ প্রেমরূপ সেই ফলের স্বাদ এই জড় জগতে থাকা সত্ত্বেও আস্বাদন করতে পারেন। উপরোক্ত উপায়ে নিরন্তর জলসিঞ্চনে যুক্ত ভগবদ্ভক্তরাই কেবল ভগবদ্ভক্তির সেই সুপক্ক ফল আস্বাদন করতে পারেন। তবে ভগবদ্ভক্তকে সব সময়ে সচেতন থাকতে হবে যাতে ভক্তিলতাটি ছিন্ন হয়ে না যায়। তাই তাঁকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে ঃ

(১) ভগবানের শুদ্ধভক্তের চরণে অপরাধ একটি মত্ত হস্তীর সুসজ্জিত বাগানে প্রবেশ করে সব কিছু নষ্ট করে দেওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

(২) একটি লতাকে যেমন বেড়া দিয়ে রক্ষা করা হয়, তেমনই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের চরণে অপরাধ থেকে সব সময় নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে খুব সচেতন থাকতে হবে।

(৩) জল সিঞ্চনের ফলে অনেক আগাছাও বৃদ্ধি পায়, এবং সেই আগাছাগুলি যদি উপড়ে না ফেলা হয় তা হলে ভক্তিলতার বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হবে।

(৪) এই সমস্ত আগাছাগুলি হচ্ছে জড় বিষয় ভোগের প্রতি আসক্তি, সাযুজ্য মুক্তি এবং ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ বাসনা।

(৫) অন্যান্য আগাছাগুলি হচ্ছে শাস্ত্র-নির্দেশের অনুশীলনে অনীহা, জীব-হিংসা এবং লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠা।

(৬) উপযুক্ত সাবধানতা গ্রহণ না করা হলে জলসিঞ্চনের ফলে আগাছাগুলি বৃদ্ধি পেয়ে মূল লতার সুষ্ঠু বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে এবং তার ফলে চরম ফল ভগবৎ-প্রেম লাভ হবে না।

(৭) তাই ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রথম থেকে সমস্ত আগাছাগুলিকে তুলে ফেলা। তবেই কেবল ভক্তিলতার যথাযথ বৃদ্ধি সম্ভব হবে।

(৮) আর তার ফলে ভগবদ্ভক্ত ভগবৎ-প্রেম রূপ ফল আস্বাদন করতে পারবেন এবং এই জীবনেই সর্বক্ষণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করতে পারবেন।

জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে নিরন্তর ভগবানের সঙ্গ লাভ করা, এবং যিনি তা আস্বাদন করেছেন তিনি আর অন্য কোন উপায়ে এই জড় জগতে অনিত্য সুখের আকাঙ্ক্ষা করেন না।

শ্লোক ৩১

তেনাত্মনাত্মানমুপৈতি শান্ত—
মানন্দমানন্দময়োঽবসানে।
এতাং গতিং ভাগবতীং গতো যঃ
স বৈ পুনর্নেহ বিষজ্জতেঽঙ্গ॥ ৩১ ॥

তেন—সেই নিষ্কলুষ ভক্তের দ্বারা; **আত্মনা**—আত্মার দ্বারা; **আত্মানম্**— পরমাত্মা; **উপৈতি**—প্রাপ্ত হন; **শান্তম্**—বিশ্রাম; **আনন্দম্**—তৃপ্তি; **আনন্দময়ঃ**—স্বাভাবিকভাবে আনন্দে অবস্থিত; **অবসানে**— সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে; **এতাম্**—এই প্রকার; **গতিম্**—গতি; **ভাগবতীম্**—ভক্তিময়; **গতঃ**—লাভ করে; **যঃ**—যিনি; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—নিশ্চিত ভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **ন**—কখনই না; **ইহ**—এই জড় জগৎ; **বিষজ্জতে**—আকৃষ্ট হন; **অঙ্গ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

সম্পূর্ণরূপে যিনি পবিত্র হয়েছেন, কেবল তিনিই তাঁর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণ আনন্দ এবং তৃপ্তির সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গলাভ করতে পারেন। যিনি ভগবদ্ভক্তির এই পূর্ণতার স্তর লাভ করেছেন, তিনি আর কখনও এই জড় জগতের প্রতি আকৃষ্ট হন না এবং এখানে ফিরে আসেন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *গতিং ভাগবতীম্* শব্দটির বর্ণনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মিতে লীন হয়ে যাওয়ার যে বাসনা নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদীরা করে, তা ভাগবতী সিদ্ধি বা পূর্ণতা নয়। ভাগবতেরা কখনোই ভগবানের নির্বিশেষ রশ্মিচ্ছটায় লীন হয়ে যেতে চান না, পক্ষান্তরে তাঁরা সর্বদা চিজ্জগতে বৈকুণ্ঠলোকে পরমেশ্বর ভগবানের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। সমগ্র চিদাকাশ, যার একটি নগণ্য অংশ হচ্ছে এই জড় জগৎ, তা অগণিত বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণ, এবং ভগবদ্ভক্ত বা ভাগবতদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে কোন এক বৈকুণ্ঠলোকে, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান অনন্তরূপে নিজেকে বিস্তার করে তাঁর অন্তহীন শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে

নিত্যলীলা আস্বাদন করেন, সেখানে প্রবেশ করা। জড় জগতে বদ্ধজীবেরা ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পর এই সমস্ত লোকে উন্নীত হন। কিন্তু নিত্যযুক্ত জীবেদের সংখ্যা এই জড় জগতের বদ্ধ জীবেদের থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি, এবং বৈকুণ্ঠলোকের নিত্যমুক্ত জীবেরা এই দুর্দশাগ্রস্ত জড় জগতে কখনো আসতে চান না।

যে সমস্ত নির্বিশেষবাদীর চিজ্জগতে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, এবং যারা পরমেশ্বর ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা করে, তাদের নদীর মাছের সঙ্গে তুলনা করা যায়; নদীর মাছ কখনো কখনো মহাসাগরে গেলেও সেখানে দীর্ঘকাল থাকতে চায় না, তাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা পুনরায় তাদের নদীতে ফিরিয়ে আনে। তেমনই, জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা যখন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়, তখন তাদের নৈরাশ্যের বশে তারা কখনো কখনো কারণ সমুদ্রে অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে গিয়ে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু, কারণ-সমুদ্র এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি যেহেতু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের কোন রকম উন্নততর বিকল্প প্রদান করতে পারে না, তাই নির্বিশেষবাদীরা পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়ে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। তাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির দুর্বার বাসনা তাদেরকে এইভাবে জড় জগতের আবর্তে টেনে আনে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত যখন ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে তাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত করার মাধ্যমে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করেন, তখন আর তিনি এই জড় জগতের সীমিত পরিবেশের প্রতি আকৃষ্ট হন না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (৮/১৫) এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন, "মহাত্মারা বা ভক্তিযোগীরা আমার সঙ্গলাভ করার পর কখনো আর এই অনিত্য দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড় জগতে ফিরে আসেন না।" এই জীবনের পরম পূর্ণতা হচ্ছে তাঁর সঙ্গ লাভ করা এবং তা ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। ভক্তিযোগীরা সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হওয়ার ফলে জ্ঞান অথবা যোগ আদি মুক্তির অন্যান্য পন্থার প্রতি আকৃষ্ট হন না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন এবং তা ছাড়া তাঁর আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই।

এই শ্লোকটিতে *শান্তম্* এবং *আনন্দম্* শব্দ দুটি দ্রষ্টব্য, যা ব্যক্ত করে যে ভগবদ্ভক্তি শান্তি এবং আনন্দ দান করে থাকে। নির্বিশেষবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়, অর্থাৎ তারা নিজেরাই পরমেশ্বর হতে চায়, যা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব। যোগীরা নানারকম যোগ-সিদ্ধি লাভ করতে চায়, আর তার ফলে তারা কখনোই শান্তি এবং তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। তাই নির্বিশেষবাদী অথবা যোগী এরা উভয়ই প্রকৃত শান্তি এবং আনন্দ লাভ করতে পারে না। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণরূপে শান্ত এবং আনন্দময়, কেননা তিনি পরম পূর্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই ভক্তরা নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার প্রতি অথবা যোগসিদ্ধি লাভের প্রতি কখনো আকৃষ্ট হন না।

ভগবৎ-প্রেম লাভ করার অর্থ হচ্ছে অন্য সমস্ত আকর্ষণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া। বদ্ধজীবেদের নানারকম আকর্ষণ রয়েছে, যেমন ধার্মিক হওয়া, ধনী হওয়া বা প্রথম শ্রেণীর ভোগী হওয়া অথবা ভগবান হওয়া, অথবা যোগসিদ্ধি লাভ করে যা ইচ্ছা তাই পাওয়া অথবা যা ইচ্ছা তাই করা ; কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তাঁর সুপ্ত প্রেমকে বিকশিত করতে আকাঙ্ক্ষী যে ভক্ত তাঁর কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত বাসনাগুলি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা। অশুদ্ধ ভক্ত ভক্তির প্রভাবে উপরোক্ত সমস্ত বিষয়াদি লাভের আকাঙ্ক্ষা করতে পারেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে জড় ভোগ, নির্বিশেষ জ্ঞান এবং যোগসিদ্ধির আদি কলুষসমূহের বিন্দুমাত্রও বর্তমান থাকে না। শুদ্ধভক্তির প্রভাবে, বা পরম প্রেমাস্পদ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁর প্রেমপ্রসূত শ্রমের প্রভাবে ভক্তের ভগবৎ-প্রেম লাভ হয়।

আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, কেউ যদি ভগবৎ-প্রেম লাভ করতে চান তা হলে তাঁকে অবশ্যই সমস্ত জড় ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করতে হবে, অন্যান্য দেবদেবীর পূজা থেকে বিরত হতে হবে এবং কেবল পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় নিজেকে সর্বতোভাবে যুক্ত করতে হবে। তাঁকে অবশ্যই ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অসৎ ধারণা ত্যাগ করতে হবে এবং ক্ষণস্থায়ী জাগতিক যশ-প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য অলৌকিক সমস্ত শক্তি অর্জনের দুর্বাসনা ত্যাগ করতে হবে। ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সেবাতেই যুক্ত থাকেন। তার ফলে ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয়, বা তিনি এই শ্লোকে উল্লিখিত *শান্তম্* এবং *আনন্দম্* স্তর প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ৩২

এতে সৃতী তে নৃপ বেদগীতে
ত্বয়াভিপৃষ্টে চ সনাতনে চ।
যে বৈ পুরা ব্রহ্মণ আহতুষ্ট
আরাধিতো ভগবান্ বাসুদেবঃ ॥ ৩২ ॥

এতে—যা বর্ণনা করা হল ; **সৃতী**—পথ ; **তে**—আপনাকে ; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ; **বেদগীতে**—বেদের বর্ণনা অনুসারে ; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা ; **অভিপৃষ্টে**—যথাযথভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে ; **চ**—ও ; **সনাতনে**—শাশ্বত সত্য সম্বন্ধে ; **চ**—ও ; **যে**—যা ; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে ; **পুরা**—পূর্বে ; **ব্রহ্মণে**—ব্রহ্মাকে ; **আহ**—বলেছিলেন ; **তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে ; **আরাধিতঃ**—পূজিত হয়ে ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **বাসুদেবঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

হে রাজন্, আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বললাম তা বেদের বর্ণনা বলে জানবেন

এবং তা নিত্য সত্য। ব্রহ্মার আরাধনায় তুষ্ট হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁকে তা বলেছিলেন।

তাৎপর্য

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিজ্জগতে ফিরে যাওয়ার দু'টি পন্থা রয়েছে, যথা সদ্য-মুক্তি বা সরাসরিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, এবং অন্যটি হচ্ছে ক্রম-মুক্তি বা ধীরে ধীরে ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চ থেকে উচ্চতর লোক প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হওয়া। এই পন্থা দু'টি বেদে বর্ণিত হয়েছে। সে সম্বন্ধে বেদে বলা হয়েছে, *যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যে অস্য হৃদি শ্রিতাঃ / অথ মর্তোঽমৃতো ভগবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে* (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪/৪/৭) এবং *তেঽর্চিরভিসম্ভবান্তি* (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬/২/১৫)—"যাঁরা হৃদয়ের রোগরূপী সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা মৃত্যুকে জয় করে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করেন, তাকে বলা হয় সদ্য-মুক্তি। আর যাঁরা অর্চিআদি মার্গে ধীরে ধীরে উচ্চ থেকে উচ্চতর লোক অতিক্রম করে অবশেষে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হন, তাকে বলা হয় ক্রম-মুক্তি।" বেদের এই সমস্ত বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনার অনুরূপ, এবং শুকদেব গোস্বামী এ বিষয়ে প্রতিপন্ন করে বলেছেন যে এই জ্ঞান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব সর্বপ্রথম বেদবিদ্ ব্রহ্মার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। বৈদিক জ্ঞানের পরম্পরা হচ্ছে এইরকমঃ— শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে তা দান করেছিলেন, ব্রহ্মা তা নারদকে দান করেছিলেন, নারদ ব্যাসদেবকে এবং ব্যাসদেবের কাছ থেকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইভাবে গুরু-শিষ্যের পরম্পরার ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। সুতরাং এই সমস্ত মহাজনদের বর্ণনায় কোন পার্থক্য নেই। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। সত্য নিত্য, এবং সত্য সম্বন্ধে তাই নতুন কোন মতবাদ সৃষ্টি হতে পারে না। বেদের জ্ঞান লাভ করার এটিই হচ্ছে পন্থা। পাণ্ডিত্যের দ্বারা অথবা মনগড়া মতবাদ সৃষ্টি করার মাধ্যমে এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। বৈদিক জ্ঞানে যোগ করার কিছু নেই এবং তার থেকে বিয়োগ করারও কিছু নেই, কেননা সত্য সর্বদাই সত্য। সেই সত্যকে জানতে হলে তত্ত্ববেত্তা পুরুষের আনুগত্য স্বীকার করতে হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যাপারে জনসাধারণের কাছে তত্ত্ববেত্তা। সাধারণ মানুষ বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ অনুসরণ করে। তার অর্থ হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ কর্তৃত্ব স্বীকার করে। বৈদিক জ্ঞানও এইভাবে আহরণ করতে হয়। আকাশ অথবা ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে কি রয়েছে তা নিয়ে সাধারণ মানুষ তর্ক করতে পারে, কিন্তু তাকে বেদের উক্তি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। যেহেতু তা প্রামাণিক গুরু-শিষ্য পরম্পরায় উপলব্ধ হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও চতুর্থ অধ্যায়ে গীতার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে সেই পন্থারই বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ যদি আচার্যদের কর্তৃত্ব স্বীকার না করে, তা হলে বেদে যে সত্যের উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে তার অনুসন্ধান ও সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

শ্লোক ৩৩

ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥

ন—কখনই না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অতঃ**—এর উর্ধ্বে; **অন্যঃ**—অন্য কোন; **শিবঃ**—মঙ্গলময়; **পন্থাঃ**—উপায়; **বিশতঃ**—ভ্রাম্যমান; **সংসৃতৌ**—জড় জগতে; **ইহ**—এই জীবনে; **বাসুদেবে**—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভক্তিযোগঃ**—ভগবানের প্রত্যক্ষ সেবা; **যতঃ**—যেখানে; **ভবেৎ**—হতে পারে।

অনুবাদ

ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রাম্যমান জীবদের ভগবানের প্রেমময়ী সেবার পন্থা ব্যতীত ভববন্ধন মোচনের আর কোন মঙ্গলময় পন্থা নেই।

তাৎপর্য

পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে, ভগবদ্ভক্তি বা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সেবা করার পন্থাই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র মঙ্গলময় পথ। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার নানারকম পরোক্ষ পন্থা রয়েছে, কিন্তু তাদের কোনটিই ভক্তিযোগের মতো এত সহজ এবং মঙ্গলময় নয়। জ্ঞান, যোগ এবং অন্য কোন পন্থা স্বতন্ত্রভাবে অনুষ্ঠানকারীকে উদ্ধার করতে পারে না। সেই সমস্ত পন্থাগুলি মানুষকে বহু বহু বছর অনুশীলনের পর ভক্তিযোগের স্তরে পৌঁছে দেয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১২/৫) বলা হয়েছে, যারা পরম তত্ত্বের নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে নানা প্রকার ক্লেশ এবং দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৯) আরও বলা হয়েছে যে, জ্ঞানীরা বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবকে সর্বকারণের পরম কারণ বলে জানতে পারেন। যোগের পন্থা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৬/৪৭) বলা হয়েছে যে, সমস্ত যোগীদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী যিনি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত আর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (১৮/৬৬) চরম উপদেশ হচ্ছে, সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ আত্ম-উপলব্ধির এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করে কেবল পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের মূল বক্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ইতিপূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সবরকম সকাম কর্মের বাসনা পরিত্যাগ করে সরাসরিভাবে ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, অথবা সেই পথ অবলম্বন করা যা চরমে ভক্তিযোগে পর্যবসিত হবে। তাছাড়া আর সবকিছুই সময়ের অপচয় মাত্র।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এবং শ্রীল জীব গোস্বামী প্রমুখ সমস্ত আচার্যেরা স্বীকার করে গেছেন যে, ভক্তিযোগ কেবল সহজ, সরল, স্বাভাবিক এবং ক্লেশমুক্তই নয়, তা সমগ্র মানবকুলের সবরকম সুখের একমাত্র উৎস।

শ্লোক ৩৪

ভগবান্ ব্রহ্মা কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মণীষয়া।
তদধ্যবসাৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

ভগবান্—মহাত্মা ব্রহ্মা; **ব্রহ্ম**—বেদ; **কার্ৎস্ন্যেন**—সারাংশীভূত করার দ্বারা; **ত্রিঃ**—তিনবার; **অন্বীষ্য**—পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করেছিলেন; **মনীষয়া**—মনীষার দ্বারা; **তৎ**—তা; **অধ্যবস্যৎ**—নির্ধারণ করেছিলেন; **কূটস্থঃ**—একাগ্রচিত্তে; **রতিঃ**—আকর্ষণ; **আত্মন্(আত্মনি)**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **যতঃ**—যার দ্বারা; **ভবেৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

মহাত্মা ব্রহ্মা, গভীর মনোনিবেশ সহকারে একাগ্রচিত্তে তিনবার বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন, এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে স্থির করেছিলেন যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণই হচ্ছে ধর্মানুষ্ঠানের পরম পূর্ণতা।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ বেদবিদ্ মহাত্মা ব্রহ্মার উল্লেখ করেছেন, যিনি হচ্ছেন ভগবানের গুণাবতার। জড় সৃষ্টির শুরুতে ব্রহ্মাজী বেদের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ব্রহ্মা যদিও সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে বৈদিক নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তথাপি বেদের সমস্ত ভবিষ্যৎ পাঠকের অনুসন্ধিৎসা নিরসন করার জন্য একজন সাধারণ ছাত্রের মতো তিনি তিনবার বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন, যা সাধারণত শিক্ষার্থীরা করে থাকেন। তিনি গভীর মনোনিবেশ সহকারে, একাগ্রচিত্তে বেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তা বিচার করে স্থির করেছিলেন যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত হওয়াই সমস্ত ধর্মানুশীলনের পরম সিদ্ধি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও পরমেশ্বর ভগবান চরমে সেই উপদেশই দিয়েছেন। সমস্ত আচার্যেরাও এইভাবে বেদের সিদ্ধান্ত স্বীকার করেছেন, এবং যারা সেই সিদ্ধান্তের বিরোধী, তাদের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (২/৪২) *বেদবাদরত* বলে নিন্দা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৫

ভগবান্ সর্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ ॥ ৩৫ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্ব**—সমগ্র; **ভূতেষু**—জীবে; **লক্ষিতঃ**—দৃষ্ট হন; **স্ব-আত্মনা**—আত্মাসহ; **হরিঃ**—ভগবান; **দৃশ্যৈঃ**—দৃশ্য বস্তুর দ্বারা; **বুদ্ধি-আদিভিঃ**—বুদ্ধিমত্তার দ্বারা; **দ্রষ্টা**—যিনি দর্শন করেন; **লক্ষণৈঃ**—বিভিন্ন লক্ষণের দ্বারা; **অনুমাপকৈঃ**—অনুমানের দ্বারা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বিরাজ করেন। দর্শন দ্বারা এবং বুদ্ধি দ্বারা বিচারপূর্বক সেই সত্য অনুভব করা যায়।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষেরা অনেক সময় তর্ক করে যে, ভগবানকে যেহেতু চক্ষুর দ্বারা দর্শন করা যায় না, তাই কিভাবে তাঁর শরণাগত হওয়া সম্ভব অথবা ভক্তিযোগে তাঁর সেবা করা সম্ভব ? সেই সমস্ত সাধারণ মানুষদের জন্য শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কিভাবে বিচার এবং বুদ্ধির দ্বারা ভগবানকে অনুভব করা যায় তার একটি ব্যবহারিক উপদেশ এখানে দিয়েছেন। আসলে, আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানকে কখনোই দর্শন করা সম্ভব নয়, কিন্তু কেউ যখন ভগবানের প্রতি সেবা-বৃত্তির প্রভাবে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় হন, তখন ভগবানের কৃপায় সেই শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা সর্বত্র ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন। তখন তিনি অনুভব করতে পারেন যে, তাঁর বুদ্ধিমত্তা পরমেশ্বর ভগবানের অংশ প্রকাশ পরমাত্মারই নির্দেশস্বরূপ। পরমাত্মা যে সকলের হৃদয়েই বিরাজ করেছেন তা হৃদয়ঙ্গম করা খুব একটা কঠিন নয়। তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করার পন্থাটি হচ্ছে এই রকম ঃসকলেই তার ব্যক্তিগত সত্তা অনুভব করতে পারে এবং নিশ্চিতভাবে তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে। আকস্মিকভাবে সেই অনুভূতির প্রকাশ নাও হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা বিচার করলে সে সহজেই অনুমান করতে পারে যে সে তার দেহ নয়। সে অনুভব করতে পারে যে তার হাত, তার পা, তার মাথা, তার চুল এবং তার দেহের অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার দেহের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু তার হাত, পা, মাথা ইত্যাদি তার প্রকৃত স্বরূপ নয়। এইভাবে বুদ্ধির দ্বারা সে তার আত্মা এবং দৃশ্য বস্তুর পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। এইভাবে সহজেই স্থির করা যায় যে জীব, তা সে মানুষই হোক বা পশুই হোক, হচ্ছে দ্রষ্টা, এবং সে নিজেকে ছাড়া অন্য সবকিছুই দর্শন করছে। অতএব দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এখন একটু বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের দ্বারা সহজেই বুঝতে পারা যায় যে সাধারণ দৃষ্টিতে আত্মা ছাড়া অন্য আর যা কিছু দর্শন হয়, তাদের স্বতন্ত্রভাবে দর্শন করার বা চলাফেরা করার কোন শক্তি নেই।

আমাদের সমস্ত সাধারণ কার্যকলাপ এবং অনুভূতি নির্ভর করে প্রকৃতি কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার শক্তির মাধ্যমে। আমাদের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—(১) চক্ষু, (২) কর্ণ, (৩) নাসিকা, (৪) জিহ্বা, (৫) ত্বক। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়—(১) বাক্, (২) পাণি,

(৩) পাদ, (৪) পায়ু, (৫) উপস্থ এবং তিনটি অন্তরেন্দ্রিয় যথা—(১) মন, (২) বুদ্ধি, (৩) অহঙ্কার—এই তেরটি ইন্দ্রিয় প্রকৃতির সূক্ষ্ম এবং স্থূল উপাদানের মাধ্যমে আমাদের সরবরাহ করা হয়েছে। তেমনই, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়গুলি প্রকৃতির উপাদানগুলির অন্তহীন সমন্বয়ের প্রকাশ মাত্র। এইভাবে প্রমাণিত হয় যে জীবের স্বতন্ত্রভাবে দর্শন করার অথবা চলাফেরা করার কোন ক্ষমতা নেই, এবং যতই আমরা নিশ্চিতভাবে অনুভব করতে পারি যে আমাদের অস্তিত্ব প্রকৃতির শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ততই আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে যিনি দর্শন করেন তিনি হচ্ছেন চেতন আত্মা, আর ইন্দ্রিয়সমূহ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি হচ্ছে জড়। দ্রষ্টার চিন্ময় গুণাবলী প্রকাশ পায় সীমিত জড়া প্রকৃতির বদ্ধ অবস্থায় তার অতৃপ্তির মাধ্যমে। চেতন এবং জড়ের মধ্যে এটিই হচ্ছে পার্থক্য। কিছু মূর্খ লোক তর্ক করে, জড়ের মধ্যে দর্শন করার এবং গমনাগমন করার শক্তি বিকশিত হয়েছে। যেমন অনেক সময় প্রকৃতিতে প্রাণীদের ক্রমবিকাশ হতে দেখা যায়; কিন্তু এই প্রকার যুক্তি স্বীকার করা যায় না, কেননা এমন কোন প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না যে জড় পদার্থ থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছে অথবা জড় পদার্থ জীবন সৃষ্টি করেছে। এই সমস্ত মূর্খ লোকেরা প্রতিশ্রুতি দেয় যে ভবিষ্যতে তারা দেখাবে কিভাবে জড় থেকে জীবনের উদ্ভব হয়। কিন্তু তাদের এই মূর্খ এবং প্রবঞ্চনাপূর্ণ প্রতিশ্রুতি কোন দিনই সফল হবে না, কেননা পৃথিবীর কোথাও জড় পদার্থ থেকে দর্শন করার অথবা চলাফেরা করার ক্ষমতা উদ্ভব হয়েছে বলে শোনা যায়নি। অতএব নিশ্চিতভাবে স্থির করা যায় যে জড় এবং চেতন দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের দ্বারা। এখন আমরা বিচার করে দেখতে পারি যে বুদ্ধিমত্তার অল্প প্রয়োগের দ্বারা যে দর্শন হয় তা আপনা থেকেই হয় না, পক্ষান্তরে কেউ নিশ্চয়ই সেই বুদ্ধির ব্যবহার করছেন অথবা প্রয়োগ করছেন। বুদ্ধি আমাদের পরিচালিত করে, এবং এই বুদ্ধির প্রয়োগ ব্যতীত জীব কিছুই দেখতে পারে না অথবা চলাফেরা করতে পারে না অথবা খেতে পারে না অথবা অন্য কোন কিছুই করতে পারে না। কেউ যখন যথাযথভাবে তার বুদ্ধির ব্যবহার করতে পারে না, তখন সে বিকৃত মস্তিষ্ক হয়ে যায়। এইভাবে দেখা যায় যে জীব তার বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল অথবা উন্নত কোন সত্তার পরিচালনার উপর নির্ভরশীল। এই বুদ্ধি সর্বব্যাপ্ত। প্রতিটি জীবেরই নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা রয়েছে, এবং এই বুদ্ধি কোন উন্নততর নিয়ন্তা কর্তৃক পরিচালিত হয়, ঠিক যেমন পিতা তার পুত্রকে পরিচালিত করেন। সেই পরিচালক, যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তিনিই হচ্ছেন পরমাত্মা।

আমাদের অনুসন্ধানের এই পর্যায়ে আমরা নিম্নলিখিত প্রশ্নটি বিবেচনা করতে পারি। একদিক দিয়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে আমাদের সমস্ত অনুভূতি বা কার্যকলাপ জড়া প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত, তথাপি সাধারণত আমাদের অনুভব হয় বা আমরা বলি, 'আমি দেখছি' অথবা 'আমি করছি।' অতএব আমরা বলতে পারি যে আমাদের জড় কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি ক্রিয়া করছে, কেননা আমরা আমাদের

জড় দেহকে আমাদের আত্মা বলে মনে করছি এবং পরমাত্মা আমাদের পরিচালিত করছেন এবং আমাদের বাসনা অনুসারে সবকিছু সরবরাহ করছেন। বুদ্ধিরূপে পরমাত্মা যে আমাদের পরিচালনা করছেন, তা স্বীকার করার ফলে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত—'আমি এই দেহ নই' সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে পারি এবং ব্যবহারিক ভাবে সেই উপলব্ধি অনুশীলন করতে পারি, অথবা নিজেদের কর্তা এবং ভোক্তা বলে অভিমান করে জড় জগতে মিথ্যা পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারি। জড় জগতের ভ্রান্ত ধারণার অভিমুখে অথবা প্রকৃত পারমার্থিক উপলব্ধির অভিমুখে আমাদের বাসনা পরিচালিত করার স্বাধীনতা আমাদের রয়েছে। পরমাত্মাকে আমাদের প্রকৃত বন্ধু এবং পরিচালকরূপে হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে এবং আমাদের বুদ্ধি দিয়ে পরমাত্মার উন্নত বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার মাধ্যমে আমরা অনায়াসে প্রকৃত পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হতে পারি। পরমাত্মা এবং আত্মা উভয়েই চিন্ময়, এবং তাই গুণগতভাবে পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক এবং উভয়েই জড় পদার্থ থেকে ভিন্ন। কিন্তু তা বলে পরমাত্মা এবং জীবাত্মা সমান নন। কেননা পরমাত্মা জীবকে পরিচালিত করেন অথবা বুদ্ধিমত্তা দান করেন, আর জীব তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করে, এবং তখনই সমস্ত কার্য যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়। জীব পরমাত্মার নির্দেশের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, কেননা দর্শন, শ্রবণ, চিন্তন, অনুভব, ইচ্ছা ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই জীবাত্মা প্রতি পদক্ষেপে পরমাত্মার নির্দেশ অনুসরণ করছে।

সাধারণ জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জড়, আত্মা এবং পরমাত্মা এই তিনটি পরিচিতি রয়েছে। আমরা যদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা বৈদিক বুদ্ধিমত্তার শরণ গ্রহণ করি, তা হলে আমরা দেখতে পাই যে এই তিনটি পরিচিতি পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভরশীল। পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিরূপী অংশ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আংশিক প্রকাশের দ্বারা সমগ্র জড় জগতের উপর আধিপত্য করেন। ভগবান মহান্, এবং তিনি কেবল জীবের বস্তু সরবরাহকারী হতে পারেন না, তাই পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান বা পুরুষোত্তম ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ হতে পারেন না। পরমাত্মাকে উপলব্ধির মাধ্যমে জীবাত্মার আত্মা-উপলব্ধি শুরু হয়, তারপর শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে এবং বিশেষ করে সদ্গুরুর কৃপার ফলে, জীব তার বুদ্ধিমত্তার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান এবং শ্রীমদ্ভাগবত আরও গভীরভাবে এই ভগবত্ত্ব-বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে। তাই আমরা যদি দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে আমাদের দেহরূপ বৃক্ষে (উপনিষদে বর্ণিত) অবস্থিত দুটি পাখির মধ্যে একটির অর্থাৎ বুদ্ধির পরিচালক পরমাত্মার কৃপা ভিক্ষা করি, তা হলে অবশ্যই বৈদিক জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হবে এবং তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবকে উপলব্ধি করতে আর কোন অসুবিধা হবে না। বুদ্ধিমান মানুষ তাই বহু জন্ম-জন্মান্তরে এইভাবে তার বুদ্ধিমত্তার সদ্ব্যবহার করার পর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবের

পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করেন, যে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৯) প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্নৃণাম ॥ ৩৬ ॥

তস্মাৎ—অতএব ; **সর্ব**—সমগ্র ; **আত্মনা**—আত্মা ; **রাজন্**—হে রাজন্ ; **সর্বদা**—সর্বদা ; **শ্রোতব্যঃ**—শ্রবণীয় ; **কীর্তিতব্যঃ**—কীর্তনীয় ; **চ**—ও ; **স্মর্তব্যঃ**—স্মরণীয় ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **নৃণাম্**—মানুষদের।

অনুবাদ

হে রাজন্, তাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সর্বত্র এবং সর্বদা সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই শ্লোকটি শুরু করেছেন *তস্মাৎ* বা 'অতএব' শব্দটি দিয়ে, কেননা পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করেছেন যে ভগবদ্ভক্তির পরম মহিমান্বিত পন্থা ব্যতীত জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আর কোন উপায় নেই। ভগবানের ভক্তেরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলন করেন শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদনের দ্বারা। এই ন'টি পন্থার সব কয়টিই প্রামাণিক, এবং তাদের সবকটি, কয়েকটি অথবা কেবল একটি অনুশীলনের ফলে নিষ্ঠাবান ভক্ত আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারেন। তবে এই ন'টি পন্থার মধ্যে প্রথমটি, অর্থাৎ শ্রবণ, হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যথাযথভাবে এবং যথেষ্টভাবে শ্রবণ না করলে অন্য পন্থাগুলির অনুশীলনের দ্বারা পারমার্থিক প্রগতি সম্ভব নয়। আর কেবল শ্রবণের জন্যই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রগুলি রয়েছে, যা ব্যাসদেবের মতো ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিমধ্যেই প্রতিপন্ন হয়েছে যে ভগবান হচ্ছেন সবকিছুরই পরমাত্মা, তাই সর্বদা এবং সর্বত্র তাঁর মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করা উচিত। সেটি হচ্ছে প্রতিটি মানুষের একটি বিশেষ কর্তব্য। আর মানুষ যখন সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার পন্থা পরিত্যাগ করে, তখন সে মানুষের তৈরি যন্ত্রের দ্বারা প্রচারিত আবর্জনাসদৃশ শব্দ-তরঙ্গ শ্রবণের শিকার হয়। যন্ত্র খারাপ নয়, কেননা যন্ত্রের মাধ্যমে ভগবানের কথা শ্রবণ করা যেতে পারে ; কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্যে এই সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে মানব সমাজ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অধঃপতিত হচ্ছে। এখানে বলা হয়েছে যে ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্র গ্রন্থ শ্রবণ করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য, কেননা সেই উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। মানুষ ব্যতীত অন্য কোন জীবের এই প্রকার বৈদিক শাস্ত্র শ্রবণ করার ক্ষমতা নেই। সমাজকে অধঃপতিত

করে যে সমস্ত পাপী, তাদের সৃষ্ট পাপময় শব্দতরঙ্গের শিকার মানব সমাজকে কখনই হতে হয় না যদি তারা বৈদিক শাস্ত্র শ্রবণের পন্থা গ্রহণ করে। শ্রবণের পন্থা দৃঢ় হয় কীর্তনের মাধ্যমে। যিনি যথার্থ সূত্র থেকে যথাযথভাবে শ্রবণ করেছেন, তিনি সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা পরায়ণ হন এবং তার ফলে তিনি ভগবানের মহিমা কীর্তনে উৎসাহিত হন। রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, সরস্বতী ঠাকুর প্রমুখ মহান আচার্যেরা, এমনকি অন্যান্য দেশে মহম্মদ, যিশুখ্রিস্ট এবং অন্য সমস্ত মহাপুরুষেরা সর্বত্র এবং সর্বদা ব্যাপকভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেছেন। ভগবান যেহেতু সর্বব্যাপ্ত, তাই সর্বত্র এবং সর্বদা তাঁর মহিমা কীর্তন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ভগবানের মহিমা কীর্তনে স্থান-কাল-পাত্রের বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। একে বলা হয় সনাতন ধর্ম বা ভাগবদ্ধর্ম। সনাতন মানে নিত্য, সর্বদা এবং সর্বত্র। ভাগবত মানে হচ্ছে ভগবানের কথা। ভগবান সমস্ত সময় এবং সমস্ত স্থানের প্রভু, এবং তাই ভগবানের দিব্য নাম অবশ্যই শ্রোতব্য, কীর্তিতব্য এবং স্মর্তব্য। তার ফলে সারা পৃথিবীর মানুষ যে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ব্যাপকভাবে প্রতীক্ষা করছে, সেই শান্তি এবং সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা হবে। চ শব্দটি উপরোক্ত ভগবদ্ভক্তির অন্য সমস্ত পন্থাগুলিকে ইঙ্গিত করছে।

শ্লোক ৩৭

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ॥ ৩৭ ॥

পিবন্তি—যিনি পান করেন; **যে**—যাঁরা; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **আত্মনঃ**—প্রিয়তমের; **সতাম্**—ভক্তদের; **কথামৃতম্**—অমৃতময় বাণী; **শ্রবণপুটেষু**—কর্ণকুহরে; **সম্ভৃতম্**—সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ; **পুনন্তি**—পবিত্র করে; **তে**—তাদের; **বিষয়**—জড় সুখভোগ; **বিদূষিত-আশয়ম**—জীবনের কলুষিত উদ্দেশ্য; **ব্রজন্তি**—প্রত্যাবর্তন করেন; **তৎ**—ভগবানের; **চরণ-সরোরুহ-অন্তিকম্**—শ্রীপাদপদ্মের নিকটে।

অনুবাদ

যাঁরা ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথামৃত কর্ণকুহরের দ্বারা পান করেন, তাঁরা বিষয় ভোগে দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সমীপে গমন করেন।

তাৎপর্য

মানব সমাজের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করার দূষিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীবন যাপন করা। মানব সমাজ যতই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য জড়া প্রকৃতিকে শোষণ করার চেষ্টা করবে, ততই তা ভগবানের মায়া শক্তির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়বে এবং তার ফলে পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ভগবান অন্ন, দুধ, ফল, কাঠ, পাথর, চিনি, রেশম, মণিরত্ন, সূতা, লবণ, জল, শাকসব্জি ইত্যাদি রূপে মানুষের সমস্ত প্রয়োজনগুলি সরবরাহ করছেন। ভগবান সেগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করেছেন, সমগ্র মানব সমাজ তথা ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি গ্রহের সমস্ত প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। সরবরাহের উৎসটি পূর্ণ, মানুষকে কেবল একটুখানি শক্তি ক্ষয় করে সেগুলি উপযুক্ত প্রণালীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হতে হয়। কৃত্রিমভাবে জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করার জন্য বড় বড় কলকারখানা এবং যন্ত্রপাতির কোন প্রয়োজন নেই। কৃত্রিমভাবে অভাবের সৃষ্টি করে জীবনকে কখনও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করা যায় না, পক্ষান্তরে প্রকৃত সুখের জীবন হচ্ছে উচ্চ চিন্তাধারা সমন্বিত সরল জীবন। মানব সমাজের সর্বোচ্চ চিন্তাধারার উল্লেখ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখানে করেছেন, যথেষ্টভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা। এই কলিযুগের মানুষেরা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়েছে, এবং শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে সেই প্রকৃত পথ প্রদর্শনকারী আলোক-বর্তিকা। শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকে উল্লিখিত *কথামৃতম* শব্দটি সম্বন্ধে বলেছেন যে তা পরমেশ্বর ভগবানের অমৃতময় বাণী সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতকে ইঙ্গিত করছে। শ্রীমদ্ভাগবতের যথেষ্ট শ্রবণের ফলে জীবনের দূষিত উদ্দেশ্য, অর্থাৎ এই জড় জগতের উপর আধিপত্য করার বাসনা প্রশমিত হবে, এবং সারা পৃথিবীর মানুষ জ্ঞান এবং আনন্দে পরিপূর্ণ এবং শান্তিময় জীবন যাপন করতে পারবে।

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের পক্ষে তাঁর নাম, যশ, গুণ, পরিকর, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয় যেহেতু নারদ মুনি, হনুমানজী, নন্দমহারাজ এবং অন্যান্য বৃন্দাবনবাসী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, তাই তা অবশ্যই অপ্রাকৃত এবং হৃদয় ও আত্মার আনন্দদায়ক।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখানে আশ্বাস দিয়েছেন যে, নিরন্তর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী এবং তারপর শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শ্রবণ করার ফলে একটি বিশাল পদ্মসদৃশ গোলোক বৃন্দাবন নামক চিন্ময়ধামে ভগবানের কাছে পৌঁছে তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া যায়।

এইভাবে সরাসরিভাবে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করার ফলে, ভগবানের অপ্রাকৃত কথা যথেষ্টভাবে শ্রবণ করার ফলে সরাসরি জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তখন আর ভগবানের নির্বিশেষ বিরাট রূপের ধ্যান করার প্রয়োজন হয় না। ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে অনুশীলনকারী যদি জড় কলুষ থেকে মুক্ত না হয়,

তাহলে বুঝতে হবে যে সে হচ্ছে একটি প্রাকৃত বা মিছা ভক্ত। সেই প্রকার ভণ্ডের জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোন উপায় নেই।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের "হৃদয়াভ্যন্তরস্থ ভগবান" নামক দ্বিতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।